



রাজ্যপালের ওপর পুলিশের নজরদারির
 অভিযোগ ওঠার পরই রাজভবনের পদক্ষেপ।
 নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুতে ফের একবার তীব্র
 রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। ...বিস্তারিত পাতা ৩



কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের ডাকঘোড়া
বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক গৃহবধূর বুলন্ত
দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
...বিস্তারিত পাতা ৫



উত্তর কোরিয়া সংবিধান সংশোধন করে এখন
নতুন আইন করে তার সংবিধানে পরমাণু
অস্ত্রের দ্রুত বিকাশের নীতি অন্তর্ভুক্ত করেছে।
...বিস্তারিত পাতা ৬



জাদেজার অলরাউন্ড ক্ষমতা তাঁকে ভারতীয় দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য করে তুলেছে। তবে ওয়ানডেতে তার ব্যাটিং ফর্ম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ଅଙ୍କ କ୍ଷେ ନାମ?

রাজ্য-রাজ্যপাল-
কেন্দ্রের সুপারিশ
নিয়ে নয়া বিতর্ক

মৃত্যু বার্তা কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ রাজা-রাজপাল দ্বন্দ্ব মিটেছে না দেখে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে হতক্ষেপ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চালত অসুস্থ পড়াশোনা চিকিৎসার জন্যে, তার জন্মাই শীর্ষ আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সেই কমিটির জন্য নাম প্রস্তুত করেছেন রাজ্য সরকার। উজ্জিসি ও আচার্য তথা রাজপাল দেখা যাচ্ছে, সেই তালিকায় রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে রাখেনা রাজ্যপাল। আবার রাজ্য সরকারের দেওয়া তালিকায় দেখা গিয়েছে, এমন শিক্ষাবিদকে রাখা হয়েছে যিনি আচার্যের বিরোধিতায় মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট জমা পড়েছে সেই সার্চ কমিটির প্রস্তাবিত নামের তালিকা। আচার্য সি ডি আনন্দবাসের দেওয়া তালিকায় থাকা ৫ জনই কোনও না কোনও ক্ষেত্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক। রয়েছেন অহিআইটি, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব প্রসেস-এর অধ্যাপকদের নাম। রাজ্যে নামগুস্তি হল অহিআইটি-র খড়গপুরের ডিরেক্টর বীরেন্দ্র কুমারের তালিকা, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব প্রসেস-এর অধ্যাপক উর্দু মৈত্র, সুরজলাল ব্রিজ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য রমেশ চন্দ্র, দিল্লি অহিআইটি-র অধ্যাপক এস ই হাসানহি ও অহিআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক ইন্সহীল মামা। অন্যদিকে রাজ্যের প্রস্তাবিত রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সব্যসাচী বসু চৌধুরী, বাকুডা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বন্দ্যোদয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অনুধা মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান ইয়াত্রে রাজ্যপালের কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে অনেক সময়। প্রতিবাদে সান্নিহ হতে দেখা গিয়েছে শিক্ষাবিদদেরও। আর সেই প্রতিবাদেই অন্যতম মুগ্ধ দেনবানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই প্রশ্ন উঠেছে, কৌশলগত অবস্থান থেকেই কি দেনবানারায়ণ ব্যাপ্তে সার্চ কমিটিতে রাজ্য রাজ্য সরকার? উল্লেখ্য, উজ্জিসি-র প্রস্তাবিত নামেও নেই রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অধ্যাপক। তিনরাজ্যের প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক। জয়গা পেয়েছেন উজ্জিসি-র তালিকায়।

যাদবপুর-কাণ্ডে
ধৃতদের জন্য
বন্ধ হয়ে গেল
ক্যাম্পাসের
দরজা

পূর্ব বার্তা কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ
খানাবপুরে ছাত্রমুক্তার ঘটনা যারা
প্রশ্রুততার হয়ে ঘটা নির্দেশ
স্বাধীনতার না হওয়া পর্যন্ত কাম্পাস বা
হস্টেলে ঢুকতে পারবেন না খানাবপুর
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি (ইসি)-
র বিবৃতিতে ছাত্রমুক্তার ঘটনাতত্ত্ব
কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনায় এই
প্রস্তাবই এসেছিল। এই প্রস্তাবেই
শিলিমোহর পড়েছে বলে খবর। এর
আগেও যারা ঠিক হয়েছিল, রিপোর্ট মেন
হয়েছিলেন এ২ ব্লকের ৩৫
নং আবাসিককে হস্টেলে থেকে বহিষ্কারের
সহ সুপারিশ রয়েছে, তা আপাততঃ
কার্যকর করা হোক। এর পরে অ্যাটি
র্যাগিং স্কোয়াড এবং অ্যাটি র্যাগিং
কমিটির মতামত আসার পরে যা
করার কথা হবে। কিন্তু এতে,
ছাত্রলবার গভীর তার পক্ষ চলা ইসি
বৈঠক বন্ধে এসে মেন হস্টেলের এ২
ব্লকের কিছু আবাসিক-সহ পড়ার্থীর
একশঃ আপত্তি তোলেন। তাই
বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি।
এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রথমে
সমিতিতে পেশ করা হবে না ঠিক হলেও
কমিটির পক্ষে করা হয়। রিপোর্টে বেশ
সংখ্যক জনের বিরুদ্ধে শাস্তি সুপারিশ
রয়েছে। প্রায় ১২ ঘণ্টা চলার পরে
২টার ২টার পরে বৈঠক শেষ হয়।
আহান অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা দফতরের
অনুমতি নিয়ে ইসির বৈঠক করা
কিন্তু এই বৈঠকের কথা উচ্চ শিক্ষা
দফতরকে জানালেও তাদের সুজ্ঞ
সমক্ষে পাওয়া যায়নি বলেই খবর।
তার পরও বৈঠক হয়।

ফের অভিষেককে

তলৰ কৰণ হাঁড

ডাকা হল অভিষেকের বাবা-মা'কেও

মুস্ত বাতা কলকাতা, ২৮
সেপ্টেম্বরঃ নিয়োগ দুলীত মামায়
ফেরে তলব করা হল তামুলের
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে। আগামী
৬ অক্টোবর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য
তাঁকে তলব করা হবে কেন্দ্রীয় সশ্রম
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরট। ঘটনাক্রমে
সেই দিন দিল্লিতে পূর্ব ধর্মিষ্ঠার
কর্মসূচি পরিচালনা তামুলের। আর সেই
কর্মসূচির নেতৃত্ব দেওয়ার কথা
অভিষেকের। তাই ৬ অক্টোবর
অভিষেক হাজিরা দেবেন কি না, তা
নিয়ম প্রশ্ন উঠছে। তৃণমূল দাবি,
দলীয় কর্মসূচির দিনটাকে বেছে নিয়ে
হিউ আর ও একবার ইমাম করে দিল
যে বিজেপি অভিষেক-কোষিয়ার
তুল্য। আগামী ৬ অক্টোবর সকাল
সাতাে ১০টায় সিঁজি ও কমপ্লেক্সে
হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।
অভিষেককে সেই নোটিশের কথা
এক মাধ্যমে জানিয়েছেন অভিষেক
বন্দোপাধ্যায় নিজেই। তিনি উল্লেখ
করেছেন, ‘রাজের প্যাপ টাকার
দাবি জানিয়ে দেয় দিন দিল্লিতে
কর্মসূচি রয়েছে, সেদিনই তলব করা
হল। এতেই ইমাম হই আসলে করা
তলব পাচ্ছে।’ চলতি মাসেই ইডি
ভারতীজ অভিষেককে। প্রায়
সাতাে ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা
হয়েছিল তাঁকে। জিজ্ঞাসাবাদের পর
বেরিয়ে অভিষেক দাবি করেছিলেন,
অন্তঃসারশূন্য। তামুল সূত্রে খবর,

ওয়েলিং হাউস-র তলবে সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা কমা ২ ও ৩ অক্টোবর দিল্লিতে কর্মসূচি হওয়ার কথা তৃণমূলের। অভিযোজকের নেতৃত্বে সেই কর্মসূচিতে যোগ দেন কয়েক হাজার কর্মী। তাই ওই কর্মসূচি ছেড়ে অভিযেক করলকাতায় হাজিরা দিতে আসবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ



বলেন, “যা করা উচিত, অভিযেক মাথা উঁচু করে সেই পদক্ষেপই করবেন।” তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেই বলেন, বিজেপি ভয় পাচ্ছে দলটির অভিযেকের বিরুদ্ধে এইসব পদক্ষেপ করা হবে। তিনি বলেন, “আরও একবার বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণতা প্রমাণ হলো প্রথমা গেল বিজেপি অভিযেক-কোবিয়ায় ভুগছে।” এর আগে যে দিন অভিযেককে তলব করা হয়েছিল, সে দিন ছিল ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠক। দিল্লি

যাওয়া বাতিল করে সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন অভিষেক। এদিকে শুধুমাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নয়, তাঁর বাবা ও মা-কেও এবার তলব করা হল কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবা অমিত



বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করা হয়েছে ইন্ডি-র দফতর। তাঁরা দুজনেই 'লিপস অ্যান্ড বাউন্স' সংস্থার ডিরেক্টর পদে রয়েছেন। সে কারণেই নিয়োগ মামলায় তাঁদের নাম উঠে আসে। প্রথমে ৩ অক্টোবর অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছে ইন্ডি। এরপর আগামী ৬ অক্টোবর লতা ও ৭ অক্টোবর অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল দাবি করতে শুরু করেছে, বিজেপি ভয় পেয়েছে বলেই এভাবে তলব করা

হেছে। নিয়োগ মামলায় সুজ্ঞাক্ষণে
ভদ্র প্রেক্ষিত হওয়ার পরই ‘লিপস
অ্যান্ড বাউন্স’ নামে ওই সংস্থার
নাম উঠে আসে নিয়োগ দুর্নীতি
মামলায়। কিছুদিন আগে ওই সংস্থা
অসিফে তল্লাশিও চালিয়েছে কেন্দ্রীয়
সফসা। বরে হাইকোর্টে নের্শেইড
যে রিপোর্ট জমা দেয়, তাতে অনেক
ফাঁক রয়েছে বলে উল্লেখ করত
বিচারপতি অমৃত সিংহা। গত
সোমবার সেই মামলার শুনানিতে
বিচারপতি ইউডি আধিকারিকের
আদালতে ডেকেছিলেন। শুনানিতেই
বিচারপতি প্রশ্ন করেছিলেন,
সদেহজনক লেনদেনের বিষয়
সমনে এলেও সংস্থার ডিরেক্টর
কোন তলব করছেন না তদন্তকারী
আধিকারিক? এই নিয়ে ইউডি-
কোর্থ তর্ৎনাও করেছিলেন
বিচারপতি। মনে করা হচ্ছে
আদালতের বক্তব্যকে মান্যতা
দিয়েই তর্ৎমডি তলব করা হয়েছে।
লতা ও অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে
উল্লেখ্য, এই নির্দেশের আগেই
বিচারপতি সিংহা নির্দেশ
দিয়েছিলেন ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্স’
সংস্থার সব শীর্ষকর্তাদের সম্পর্কিত
সিসব চেয়েছিলেন বিচারপতি
সিংহা। সেই তালিকাতে ছিলেন
লতা ও অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে
সম্পর্কিত সব হিসেব সঠিকভাবে
দেওয়া হয়নি বলেই উল্লেখ করত
বিচারপতি।

মাস্টারমশাইয়ের শপথ
বোসের হাতেই, রাজভবনের
নতুন দিনক্ষেণে সায় রাজ্যের

পুরণ্ড বার্তা কলকাতা, ২৮
 সেপ্টেম্বরঃ প্রায় তিন সপ্তাহ হতে
 চলল ধূপগুড়ির বিধানসভা
 উপনির্বাহনে জিতে গিয়েছেন
 তৃণমূলকির নির্মলচন্দ্র রায়। কিন্তু
 বিধায়ক পদ শপথ গ্রহণ এখনও
 হয়নি। এই নিয়ে গত কয়েকদিন
 ধরে টানা বিতর্ক হয়েছে। রাজ্য-
 রাজভবন দফায় দফায় চিঠি
 জালাচালি হয়েছে। অবশেষে সেই
 জট কাটতে চলেছে। রাজভবন

সেই চিঠি পড়ে যোগাযোগ করেন
পরিষদীয় স্ত্রী শোভনদেবের সঙ্গে।
তৃণমূল সত্রে খবর, রাজভবনে
শপথব্যাপা জাতি কানোর বিষয়টি
মেনে নিয়েছে তৃণমূলের পরিষদীয়
দল। বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আর
জলযোগো করতে চাইছে না তারা।
সেই মতো নির্মলবাবুকে
কলকাতার আসর জন্যও বলে
দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এখনও
পর্যন্ত পাঠা যাচ্ছে, শুক্রবারই
**তবনেই হবে
অনুষ্ঠান**
কলকাতায় চলে আসবেন
ধৃশুপুণ্ডির বিধানসভা উপনির্বাহনে
জরী তৃণমূল প্রার্থী। উল্লেখ্য,
নির্মলচন্দ্র রায়ে বিধায়ক পদে শপথ
গ্রহণের জন্য আর আগে স্থির ২৬
সেপ্টেম্বর দিনক্ষণ স্থির করা

শনিবার রাজ্যভবনেই হবে
শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান

থেকে নতুন চিঠি গিয়েছে
 ধূপগুড়ির জমী ভূগমূল প্রাণী
 নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে। নতনু করে
 দিনক্ষণ জানানো হয়েছে
 শপথগ্রহণের। শনিবার বিধায়ক
 পদে শপথ নেবেন ধূপগুড়ির

কলকাতায় চলে আসবেন
ধূপগুড়ির বিধানসভা উপনির্বাচনে
জয়ী তৃণমূল প্রার্থী। উল্লেখ্য,
নির্মলচন্দ্র রায়ের বিধায়ক পদে শপথ
গ্রহণের জন্য এর আগে গত ২৬
সেপ্টেম্বর দিনক্ষণ স্থির করা

মাস্টারমশাই নির্মলচন্দ্র বাবা
বিষয়ক পদে শপথ গ্রহণ কোথায়
হবে? রাজভবনে নাকি
বিধানমন্ডায়? তা নিয়েও জটিলতা
আপাতত কেটেছে। রাজভবনের
সিটিংরোমে চিঠিতে জানানো হয়েছে,
শনিবার তাকে রাজভবনে গিয়ে
অর্থাকার পদে শপথ নেওয়ার জন্য
আবখ্য। রাজপালা বোসই
নির্মলবাবুর শপথকা কাণ্ড করাতে
চাচ্ছেন। যুস্মশিবাবাই সেই চিঠি
গিয়ে পৌঁছেছে মাস্টারমশাইয়ের
বাড়িতে। তখন তিনি বাড়িতে
ছিলেন না। নির্মলবাবুর পরিবারের
লোকেরা রাজভবনের পাঠোনা ওই
চিঠি প্রথক করেন। পদে নির্মলবাবু

হুয়েইলিন। সেই বারও রাজভবনেই
তার শপথগ্রহণের ব্যবস্থা
করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ওদিন
বিধায়ক পদে শপথ নিতে যাননি
ধৃগুণ্ডির জয়ী প্রাণী। তাঁর
শপথগ্রহণে কোনোই বাধা
করাবেন, তা নিয়েও রাজের সঙ্গে
রাজভবনের সদস্যদের আবহ
বৈঠকে হয়েছিল। রাজভবনে বিধায়ক
পদে শপথ গ্রহণে স্কুরতে আপত্তি
জানিয়েছিল রাজ্য। তবে এবার
শেষ পর্যন্ত সেই জটিলতা কাটতে
চলেছে। সব টিকটাক থাকলে,
শনিবার রাজভবনেই বিধায়ক পদে
শপথ নিতে চলেছেন ধৃগুণ্ডির
মাস্টারশাই।

‘বোঝাই যাচ্ছে কারা ভয়
পেয়েছে’, ইডি-র সমন
পেয়ে বললেন অভিষেক

মুহুর্ত বার্তা ককাকভা, ২৮
সেপ্টেম্বরের যে দিন ইতিয়া জ্যোতির
সমগ্রই কনিচি বৈকি ছিল, সে দিন
তারকা কাক হায়েলি তখনমু সাংখ্য
অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের
জিঙ্গাসাবাদের পর বেরিয়ে অভিষেক
দাবি করেছিলেন, রাজনৈতিক
উদ্যোগে নিয়ে তার বিরুদ্ধে তদন্ত
হচ্ছে বলেই এই দিনটিকে বেছে
নেনওয়া হয়েছে। এবার ফের তলবা
কাকতালীয়ভাবে এমন একটি দিনে
তারকা কাক হায়েলি, যে দিন এবারও
সিল্লিতে থাকার কথা তখনমুদের
সম্ভাবনায় সাধারণ সম্পাদকের।
তুলে বিরুদ্ধে ধরনার অভিযোগ
ক্রেপে এই দিন ধরনার উত্তোরায়
রাজধানীতে। এবার সমন পেয়েও
তাই অভিষেক সেই রাজনৈতিক
যজ্ঞসম্বন্ধের তদ্বকেই প্রকট করলেন।
মুহুর্তস্বস্তির সাংখ্য পণ্ডিতের পর এক্স
মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন
অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। সেখানে
একি নি জানিয়েছেন, তাঁকে আরও
একটি নোটিস দেওয়া হয়েছে। ৩

সেপ্টেম্বর অর্থাৎ যে দিন রাজ্যের দাবি নিয়ে দিল্লিতে ধরনা দেওয়ার কথা সে দিনই হাজির হতে বলা হয়েছে। তাকে এ কথা উল্লেখ করে অভিষেক লিখেছেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কারা বিচলিত, কারা ভয় পেয়েছে। তবে হাজিরা দেবেন কিনা, তা স্পষ্ট করেননি অভিষেক। রাজা বিজয়ীর মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে দাবি করেছেন, তৃণভূষণের এই হাজিরা যুক্তি শুন্য। শুন্যে রান্না সাধারণ মানুষ্য তিনি বলেন, “অভিষেক তো বহুবার রক্ষাকচবের জন্য আদালতে গিয়েছেন। ওই দিন যদি হাজিরা দিতে আপত্তি থাকে, তাহলে হিউ-কে চিঠি লিখে সে কথা জানান। ওর সেই অধিকার আছে। আলফ্রেড দরজাগু ও তো খোলা আছে।” সেই সঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য মনে করিয়ে দিয়েছেন, আদালত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোর্ট পদক্ষেপ না করার কারণ বালগেও তদন্ত বন্ধ করার নির্দেশ দেয়নি।

‘নতুন জোট’

ত্যাগের পর ঘো

চেয়ারী, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ বিজেপির সঙ্গে পুনরায় জোটের প্রশ্ন-ই উঠছে না। বরং আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য একটি আলাদা জোট গড়া হবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমএনটিএ জানিয়েছেন এআইএডিএমকে-র প্রবীণ নেতা চেপ্পি মুম্বাশী। আবার তামিলনাড়ুর বিজেপি প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও তাকে পদচ্যুত করা হবে কিনা, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে নারাজ বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুম্বাশী। এআইএডিএমকে পুনরায় বিজেপি ও এনডিএ-র সঙ্গে জোট করবে বলে তামিলনাড়ুর সাবেক লোকসভা-সহ অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দল দাবি জানিয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁদের সেই দাবি নস্যাত করে দিলেন কে.পি. মুম্বাশী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এনডিএ-র সঙ্গে যোগ দেওয়ার কোনও প্রশ্ন-ই নেই, কে. পালাবিস্তারী নেতৃত্বে আমরা নতুন জোট করব।” ২০২৪ লোকসভা ভোটার লক্ষ্যেই নতুন জোট গড়বেন বলে জানান তিনি। এপ্রসঙ্গে ডিএমকে-কে খোঁচা দিয়ে তিনি আরও বলেন, “স্ট্যাগিলিও তারিফ ছেলে উদয়নিধি বলছে এটা (এনডিএ ও বিজেপির সম্ভাব্য) একটি বড় নাকচ। তারা এখন পেয়ে এসব কথা বলছেন। আমরা বিজেপির সঙ্গে জোট ভাঙার আরা

সেনায় 'কন্ট্রাক্ট সার্ভিস' অচিরেই,
চুক্তিতে চাকরি চার বছরের জন্য

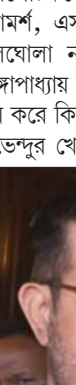
নামাধীন, ২৮ সেপ্টেম্বর রাজ্য ও
সব ধরনের কাজেই চুক্তিতে নিয়ে
দু-দশক হতে চলল। বাকি
সেখানেও চুক্তিতে নিয়োগের কথা
কয়েক বছর যাবত। সরকারি সুদে
চুক্তিতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত
প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন বিভাগ ও
নেভিতে নয়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে
অফিসার, সব পদেই প্রাথমিক
বছরের জন্য। চার বছর ছুটি
পাকাপাকিভাবে রেখে দেওয়া
শতাংশকে নতুন করে
নিয়োগ করবে সেনা।
অর্থাৎ তাদের পাকা
চাকরির সঙ্গে আগের চার
বছর যোগ করা হবে না।
চুক্তিতে লোক নিয়োগের
সিদ্ধান্ত অল্পদিনের মধ্যেই
ঘোষণা হতে পারে বলে
সরকারি সূত্রের খবর।
আর্মি, এয়ারফোর্স এবং
নেভি, তিন বাহিনীতেই চার বছর
এবং অফিসার নিয়োগ করা হবে।
হয়েছিল, চুক্তিতে চাকরির মেয়াদ
সেই প্রস্তাবে বদল আনা হয়েছে।
বছরের চুক্তির চাকরি শেষে ২৫
দিয়ে বাকি ৭৫ শতাংশকে বর্ধিত
সেনার সঙ্গে এই ৭৫ শতাংশের
কাজে বা বেসরকারি অফিসে লোক
হবে না। কারণ, চার বছর সেনায়
তাে অসুবিধা এগিয়ে থাকবে।
সেনা বাহিনীতে প্রায় দু'বছর নিয়ে
বাড়তে বাড়তে শূন্য পদের সংখ্যা
হাজার ছাপিয়ে গিয়েছে। এত
ব্যবধানে পূরণ করা নানা দিক
প্রাধান কারণ অর্থিক। এত লোকে

রাষ্ট্র বোঝা চাপবে। সেই কারণেই
রাজ্য নিয়োগের ভান। তবে,
বন্ধ হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। শূন্য
পূরণ করার আর্থিক চুক্তিতে
এইভাবে আর্থিক সাহায্য হবে
সেনা বাহিনী। আরও একটি প্রস্তাব
র বিবেচনাধীন। এখনও পর্যন্ত
রিগারি ক্ষেত্রে নিয়োগে সেনাকর্মী-
রদের শুরুতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
সেনা কারিগরি শিক্ষণ কেন্দ্র এবং
শিক্ষিত এবং দক্ষ লোক নিয়োগ
করবে। এরপরে প্রাথমিক
প্রশিক্ষণের পাঠ দিতে
হবে না। এভাবেও অর্থ
সাশ্রয় হবে। তবে চুক্তিতে
নিয়োগে মেডিক্যাল কোর
এবং কিছু অত্যন্ত
গোপনীয় কাজের
জায়গায় চুক্তিতে নিয়োগ
বলবে হবে না। সরকারি
সুজ্ঞা জানা গিয়েছে, চুক্তি
নয় যুদ্ধে কিংবা দেশের মধ্যেই
লড়াইয়ে যেতে হতে পারে। স্থায়ী
সেনার যত ধরনের কাজ করে
করতে হবে চুক্তিবদ্ধ জওয়ান
জন্মের চারকিতেও স্থায়ী পদে যুক্ত
বর্তন নয়। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা
এই চুক্তি এবং, চুক্তি শেষের পর তাদের
এওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়তা করবে
দেশের ধারণা, দেশের কর্পোরেট
সমন্বয় চাকরি করা লোকজনকে
ন ভূমিকা পালন করবে।
করায় তারা অনেক বেশি
না। সেনার বক্তব্য, এই ভাবে তারা
নিয়োগ ক্ষেত্রে উন্নত মানব সম্পদ
ন ভূমিকা পালন করবে।

‘যেখানে ইচ্ছে যাব, কৈফিয়ত দেব না’
বললেন স্পেনে মমতার সফরসঙ্গী সৌরভ

মুন্সে বার্তা কলকাতা, ২৮
সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যে লগ্নি টানতে
সম্প্রতি মনো সফরে গিয়েছিলেন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন
ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন
অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গোপাধ্যায়।
আর তা নিয়ে অনেকেই সমালোচনা
করতে শুরু করেছেন। এবার সেই
যাযাবতীয় সমালোচনার জবাব দিলেন
সৌরভ। সৌরভ সোজা ব্যাট চালিয়ে বল
একেবারে স্টেডিয়াম পার।
সৌরভের সোজাসাপটা জবাব, তাঁর
কোনও রাজনৈতিক অনুগত্য নেই।
বলেছেন, “আমার যেখানে ইচ্ছা,
আমি সেখানে যাব। কাউকে
কিফিয়ত দেব না।” শ্রীলঙ্কায়
প্রাক্তন স্পিনার মুখাইয়া বুলিধরন
আজ কলকাতায় এসেছেন নিজের
ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে একটা অনুষ্ঠানে।
সেখানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ
গাঙ্গোপাধ্যায়ও। সেই অনুষ্ঠান শেষে
স্পেন সফর ঘিরে সমালোচনা
প্রসঙ্গের সাংবাদিকদের প্রশ্নে সটান
জবাব সৌরভের। সমালোচনার
জবাব দিয়ে বললেন, “আমি
কোনও বিষয়ক বা সাংসদ বা
কাউন্সিলর নই। আমার কোনও
রাজনৈতিক অনুগত্য নেই। আমি
রাজনীতির লোক নই। রাজনীতি
পছন্দও করি না। আমার যেখানে
সেখানে হবে, আমি সেখানে যাব।
কাউকে এর জন্য কিফিয়ত দেব না।”
আমার কোনও রাজনৈতিক এজেন্ডা

নৈ।’’ সৌরভের সাফ বক্তব্য, গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিনি আমন্ত্রণ পান। তাই সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, এসব নিয়ে যেন অযথা জলখোলা না করা হয়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন সম্রাসরি কারও নাম করে কিছু বলতে চাননি। তবে শুভেন্দুর খোঁটা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায়

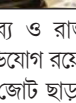


তাঁর জবাব, “আমি কারও নাম করে কিছু বল না। ওনাকে আমি বহুদিন চিনি। আমার অ্যাকাডেমি প্রায় ১৮ বছর হয়ে গেছে। আঠারো বছর ধরে চলছে। ওই আমি আর্যকোম ও নয়। অন্যের জমিতে অ্যাকাডেমি চলে। বাচ্চা ছেলেরা খেলে।’’ মেদিনীপুরে নতুন ইম্পাত কারখানা গড়ছেন তিনি। আজ এই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সৌরভ জানানেন, আগামী ১৬-২০

মাসের মধ্যেই এই স্থাপত্য
ধরনার উঠে হয়ে যাবে।
কখনো তৈরি হওয়ার ফলে বাংলার
কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়বে।
বলেই মনে করছেন সৌরভ। তাহি
অন্যান্যদেরও বিনিয়োগের জন্য
আহ্বান জানান। শিল্পপতি ও
উদ্যোগপতিদের উদ্দেশে সৌরভ
গম্ভ্যপাথায় বার্তা, “আনারাও
(বিনিয়োগ) করুন বিভিন্ন জায়গায়
এতে আনারদেরও ভাল হবে। আর
তরুণ প্রজন্মের যেসব ছেলেমেয়ের
এত পড়াশোনা করছে, এত ডিগ্রি
পাচ্ছে, তাদেরও ভাল হবে।”
বাংলায় এই নতুন বিনিয়োগের
বিষয়টি মাদ্রিদ থেকে প্রথম ঘোষণা
করেছিলেন সৌরভ গম্ভ্যপাথায়।
কেন তিনি মাদ্রিদ থেকে ঘোষণা
করলেন, সেই নিয়েও বিভিন্ন মহলে
কথা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গেও এদিন
দলবদল ভারতীয় ক্রিকেট
দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তার সাফ
বক্তব্য, “দিল্লিতে অনুষ্ঠান হলে
দিল্লি থেকেই ঘোষণা হত।
কলকাতা অনুষ্ঠান হলে কলকাতা
থেকেই (ঘোষণা) হত। স্পেন,
কলকাতা বা দিল্লির মধ্যে কোনও
তফাক নেই।” অথচ তিনি বুঝে
নিয়ে মাদ্রিদ থেকেই ঘোষণা
নিয়ে অস্যা জলঘোলাকে মোটেই
গুরুত্ব দিচ্ছেন না তিনি। উল্লেখ্য,
সৌরভ গম্ভ্যপাথায় রাজনীতিতে
আসবেন কি না, তা নিয়ে অতীতের
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চর্চা হয়েছে।

‘নতুন জোট গড়ব’, বিজেপির সঙ্গ
ত্যাগের পর ঘোষণা এআইএডিএমকে-র

ভয় পাচ্ছেন।” অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর বিজেপি সভাপতি কে. অম্মালাইয়ের বিরুদ্ধে বিতর্কিত



মন্তব্য ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের অভিযোগ রয়েছে এখাইএডিএমকে-র। জোট ছাড়ার আগে এই বিষয়টি নিয়ে নয়্যা দিল্লিতে বিজেপি প্রধান জেপি নান্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেছেন এআইএডিএমকে-র দীর্ঘ
নোতা। কিন্তু, তারপরও
আম্মালাইয়ের বিরুদ্ধে কোনও
পদক্ষেপ করেনি বিজেপি। তাহ
এবার তাঁকে পদ্যুত করার দাবি
এআইএডিএমকে অবশেষে করা প্রশ্ন
করা হলে মুখ্যসামি বলেন, 'কিনা দল
মন্ত্রী করছে সে ব্যাপারে কথা বলার
মতো দল নয় এআইএডিএমকে'।
প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন
মুখ্যমন্ত্রী তথা দ্রাবিড়ীয় আইকন
পি.এন. আনাদুরাই সম্পর্কে রাজ্য
বিজেপি সভাপতি কে.
আম্মালাইয়ের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক
শুরু হয় রাজ্য-রাজনীতিতে। এটা
নিয়েই দীর্ঘদিনের শরিক
এআইএডিএমকে-র সঙ্গে বিজেপির

সিঁড়িখা বাঁধে। তাৎপর্য গত সোমবার
সাংবাদিক বৈঠক করে দলের তরফে
বিবেচিপে ও এনডিএ-র সম্মত তারফের
কথা জানিয়ে এআইএডিএমকে
পেপুটি কো-অর্ডিনেটর কে.পি.
মুন্সিমা। আনুগত্য, এআইএডিএমকে-
র সম্মত ছাড়ার কারণ খুঁজে বের করার
ভার নির্মালা সীতারামানকে দিয়েছে
বিবেচিপে নেতৃত্ব। দলীয় নির্দেশে
ইতিমধ্যে চেমাই পৌঁছেছে
সীতারামনা। এদিকে, আগামী
সোমবার নির্বাচনে এনডিএ-কে
পরাস্ত করতে অবশিষ্ট দলগুলি
জোট বেঁধেছে, যার নাম 'ইন্ডিয়া'
এবং এআইএডিএমকে কামের
সমস্ত নতুন কী জোট গড়েন, সেটিই
দেখার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বাৰ্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩০০ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ আশ্বিন ১৪৩০

রাষ্ট্রপুঞ্জে চিন সম্পর্কে বার্তা জয়শঙ্করের

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় চিন সম্পর্কে সরব হলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি পরিষ্কার করে বলে দিলেন যে ভারত চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অস্বাভাবিক। ভারতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত কেনেথ জাস্টারের নেতৃত্বে ‘কাউন্সিল ফর

সম্পাদকীয় ১

চিন ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাতে শুরু করে দিয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সংযোগ একেবারে বন্ধ বলা যেতে পারে। পারস্পারিক সফর বন্ধ। উচ্চ পর্যায়ে সামারিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে চিন খেলাস করে বলবে না তারা কি করতে চায়। সব সময়ে চুপ করে কাজ করতে শুরু করে দেবে। তার ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আঘাত লাগে। নয়াদিল্লি এবং বেজিং সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেছেন যে চিন একেক বার এক এক রকমের মন্তব্য প্রকাশ করে থাকে। নানা রকম ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। কিন্তু সেটা একেবারে ঝেপে টেকে না। ১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভারত বেশ খানিকটা ঠেকেছিল। চিন আবার চুক্তি ভঙ্গ করে বিপুল সংখ্যক সেনা সীমান্তে নিয়োগ করেছে। ভারতের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক কোনও সময়ে মধুর ছিল না। সব সময়ে চিন চেষ্টা করে গিয়েছে ভারতের স্থান দখল করে নিতে। এখনও সেই চেষ্টা ক্রমাগত করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু পারছে না অন্তর্জাতিক আইন থাকার জন্য। গলওয়ান নিয়ে চিন রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং গলওয়ানকে সামনে রেখে কমিউনিস্ট সম্মেলনে আবার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট শি কিন্তু গলওয়ানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। বেজিং এর তরফ থেকে মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে অরুণাচল প্রদেশকে চিনের অংশ বলে দেখানো হয়। এদিকে আমেরিকার সেনেট পরিষ্কার করে বলেছে যে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের। তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছে চিন। জি-২০ সম্মেলন চিনে প্রেসিডেন্ট কোনও কারণ না দেখিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত হননি। তবুও জি-২০ সম্মেলন সফল হয়েছে। চিন সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করবে না জি-২০ যোগাপাত্রে স্বাক্ষর করেছে। তার ফলে পাকিস্তান এখন বেশ বিপদে রয়েছে। কানাডায় বিচ্ছিন্নবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত সরকার থেকে কানাডা সরকারের কাছে বলা হয়েছিল যে সন্ত্রাসবাদীদের ধরে কানাডা সরকার ভারতের হাতে তুলে দিক। কিন্তু কানাডা সরকার তা করছে না। জাস্টিন ট্রুডো তাঁর গদিকে রক্ষা করার জন্য খলিস্তানপন্থীদের সাহায্য নিচ্ছে। কানাডা সরকার যেভাবে নিজের হত্যার জন্য ভারতকে দায়ী করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে সারা বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি মমকে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ২০১৭ সালে অরুণাচল প্রদেশের একাধিক স্থানের নাম পরিবর্তন করেও তারা ব্যর্থ হয়েছিল। অরুণাচল প্রদেশ সব সময়ে ভারতের অংশ। নাম পরিবর্তন করে দিলেই সেটা চিনের হয়ে যায় না। ভারতের গালওয়ান উপত্যকায় চিন ভারতের জমি দখল করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ভারতের জ্বর, সর্দি কাশি থেকে শুরু করে ক্যান্সারের গুণ্ধ তৈরি জন্য চিনের ওপরেই ভরসা করতে হচ্ছে ভারতকে।

গভীর সঙ্কটের মুখে বিশ্ব পরিবেশ

ইউক্রেনকে ভাগ করে নেওয়ার খেলায় মেতে উঠেছে বিশ্বের দুই শক্তিশালী রাষ্ট্র। একটি সময়ে এই দুই রাষ্ট্র মানবতাবাদের কথা বলতো। তারা যুদ্ধ নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিল। পরমানু যুদ্ধ বিরতির কথা বলতো। কিন্তু আজকে যখন স্বার্থে যা লাগতে

সম্পাদকীয় ২

শুরু করে দিয়েছে তখন এই সমস্ত দেশ গুলি ইউক্রেনকে বলির পাঠা করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। কারোর পক্ষে থেকে যুদ্ধ থামানোর কোনও কথা বলা হচ্ছে না। সবাই এখন ইউক্রেন যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এদিকে চিনও তাইওয়ান দখল করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে গোটা বিশ্বটা একেবারে যুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত। এর ফলে বিশ্বে পরিবেশ আরও ভয়ঙ্কর এবং বিধ্বস্ত হতে থাকবে। বিভিন্ন অজানা ভাইরাস বিশ্বকে গ্রাস করতে থাকবে। বিশ্ববাসী তো এখন করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে আতঙ্কিত। চিন, আমেরিকা, ব্রিটেন, ইতালি সবচেয়ে বেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। তবুই কিন্তু এই সব শক্তিশালী দেশগুলি ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। আফগানিস্তানে আমেরিকা তালিবানদের হাতে সেন্দেপ ছেড়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছে। তার ফলে সেখানে এখন অস্ত্র ব্যবহার কমছে। কিন্তু একটি সময়ে আফগানিস্তানে প্রতিফলিই বন্দুক এবং কামানের শব্দ শুনতে পাওয়া যেত। তার ফলে সেখানকার পরিবেশ ক্রমশ বিধ্বস্ত হতে থাকে। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যদি আবার বিশ্বে পরমাণু বোমা ব্যবহার হতে শুরু করে তাহলে গোটা বিশ্ব হিরোসিমা এবং নাগাসাকি হতে বেশি সময় নেবে না। বিশ্বকে রক্ষা করার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে দূষণ মুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা। এ ছাড়া আর কোনও বাঁচার উপায় নেই। বিশ্বকে অতিমারি হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে দূষণরোধ অভিযান করার। সবুজ বিশ্ব গড়ে তোলার। পরিবেশ দিবস পালন করা। প্রতিটি দেশকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। তারা গড়ে কয়েক লক্ষ গাছ লাগাবে এবং সবুজকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। পরিবেশকে রক্ষা করার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে বৃক্ষরোপণ।



কালী সাধক রামপ্রসাদ

পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হলেন ভগবত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছেন, মা কালীর পূজো করতে হবে। মা কালীর আর্শ্ববাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার করতে হবে।

চলমান দূরাভাষ, অচলমান অবস্থা

সম্বুদ্ধ দত্ত

সাম্প্রতি কলকাতার একটি ক্লাবে নির্দেশ জারি করা হয়েছে, সন্ধ্যার আড্ডায় কোনও সদস্য মোবাইল ফোন নিয়ে উপস্থিত থাকতে পারবেনা। উপস্থিত হলে জরিমানা হিসাবে দু’দিন আড্ডা থেকে বরখাস্ত করা হবে। এমন আড্ডত নিয়মের কেন? সদস্যদের বক্তব্য সারাদিন অফিসের কাজের চাপ, বসের হুকুম, বাড়ি ফিরে স্ত্রীর অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি, হাট বাজার, সন্তানের লেখা- পড়ার হাজরো ঝাঁকি, শেষে মা ও স্ত্রীর প্রতাহীক অধিকারের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে অফিস থেকে ফিরে একটি নির্ভেজাল আড্ডা। সেখানেও যদি সবাই মুখে কুলুপ এঁটে মাথা নিচু করে মোবাইলে ডুবে থাকে তবে তো আড্ডাটাই মাটি। আড্ডা মানেই যুক্তির পাশাপাশি যুক্তিহীন তর্ক। সারা বিশ্বের আলোড়ন তোলা ঘটনা নিয়ে গলা ফাটানো চর্চা। রাজনীতির কুটকাচালি। সঙ্গে প্রতাহীক জীবনের নানা মজার ঘটনা নিয়ে হাসির ফোয়ারা। মোবাইল ফোন এই সব কিছুর অন্তরায়। সুতরাং মোবাইল ফোনের উপর করা নিষেধাজ্ঞা। বছর যোরেনি বিয়ে হয়েছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সহমতের ভিত্তিতে বিয়ে ভাঙতে চাইছে। সেপারেশনের কারন শুনে বিচারকের চক্ষু চড়কগাছ। ঐ দম্পতির মাঝে বিভেদের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে মোবাইল ফোন। স্বামীর অভিযোগ তাঁর প্রতি স্ত্রী বিন্দুমাত্র আসক্ত নয়। যতনা সে মোবাইলে আসক্ত। স্বামীর বক্তব্য স্ত্রী সব সময় ফোন নিয়ে ব্যস্ত। ফেসবুক, টিকটক, বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স এই নিয়েই তাঁর জীবন। সারাদিন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর খুব কমই কথাবার্তা হয়। এমন এক চেতনাহীন মানুষের সঙ্গে তাঁর থাকা সম্ভব নয়। অপরদিকে স্ত্রীর বক্তব্য তাঁর স্বামী পুরনো মানসিকতার আদিকালের মানুষ। অনেকটা ব্লাক অ্যান্ড হোয়াইট সিনেমার চরিত্রদের মতন। আমি একটু মোবাইল ব্যবহার করি সেটাও সে সহ্য করতে পারেনা। মোবাইল ফোন ছাড়া আমি



আমাকে ভাবতেই পারিনা। সুতরাং এমন বিভেদের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে মোবাইল ফোন। আমি মুক্তি চাই। নামি স্কুলের এখ ছাত্রের বাবা আফশোষ করে কলিগকে বলছে, ভাল ছেলটা আমার শেষ হয়ে গেল। কোন নিয়ে ব্যস্ত। ফেসবুক, টিকটক, বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স এই নিয়েই তাঁর জীবন। সারাদিন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর খুব কমই কথাবার্তা হয়। এমন এক চেতনাহীন মানুষের সঙ্গে তাঁর থাকা সম্ভব নয়। অপরদিকে স্ত্রীর বক্তব্য তাঁর স্বামী পুরনো মানসিকতার আদিকালের মানুষ। অনেকটা ব্লাক অ্যান্ড হোয়াইট সিনেমার চরিত্রদের মতন। আমি একটু মোবাইল ব্যবহার করি সেটাও সে সহ্য করতে পারেনা। মোবাইল ফোন ছাড়া আমি

হাতেনাতে ধরে ফেললাম। দেখি রাত তিনটের সময় সে মোবাইলে খেলে চলেছে। পরিনাম যা হবার তাই হয়েছে, পরীক্ষার ফল বলার মতো নয়। জানিনা এখন কি হবে। এই ঘটনা গুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এমন ঘটনা আমাদের সমাজে প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে। মোবাইল ফোনের দৌলতে মধ্য বয়সী নারী পুরুষ থেকে যুবক, কিশোর, কিশোরী এমন কি শিশুদের শৈশবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আজ অবলুপ্তির পথে। কি অবাক করা দৃশ্য ইদানিং প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। এক মোটর সাইকেলে যুবক যুবতী চলছে। অথচ তাঁদের মধ্য বিশেষ কথাপোকথন নেই। যুবকটি মোটর সাইকেল চালিয়ে চলেছে আর তাঁর পিছনে বসে সঙ্গী যুবতী

এক মনে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে চলেছে। হয় হোয়াটঅ্যাপ বা ফেসবুকে বন্দি। নয়তো কোন খেলায় মজে আছে। কারও মুখে কোন কথা নেই। কোন ঘনিষ্ঠতা নেই, উত্তরতার পরশ নেই। আজ থেকে দশ পনেরো বছর আছে এমন দৃশ্য কল্পনা করা যেত না। কোন যুবক-যুবতী মোটর সাইকেলে যাতায়াত করবে অথচ তাঁদের অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা দেখা যাবেনা এমন দৃশ্য কল্পনার অতীত ছিল। শুধু তাই নয়, এমন মুহূর্ত অন্য যুবক- যুবতীর ঈর্ষার কারণ ছিলনা সে কথা কেউ সম্ভবত অস্বীকার করবেনা। মোবাইল ফোন যে এইভাবে সম্পর্কের অনুভূতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে তা কখনও কেউ নিশ্চয়ই ভাবিনি। মোবাইল ফোন সর্বশ্ব দুনিয়ায়

ডেঙ্গি রোধ করতে ক্লাবগুলির কর্তব্য

এই পুজোকে কেন্দ্র করে ডেঙ্গি নিয়ে প্রচার করা যেতে পারত। বহু সংখ্যক মানুষের কাছে বুকিয়ে বলা যেত, এই মারণরোগকে ঠেকানোর উপায় কী। সরকার চায়, ক্লাবগুলি এই সচেতনতার প্রসারে বড় ভূমিকা নিক। সেজন্য তাদের অনুদান দেওয়া হয়। এবছর পুজোর অনুদান আরও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু ক্লাবগুলোর তেমন ভূমিকা দেখা যাচ্ছে কই? নিতান্ত গতানুগতিক প্রচার করে তারা দায় সারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্যাভেলের পাশে ডেঙ্গি নিয়ে একটামাত্র ফেস্টুন টাঙানো আছে। সেদিকে কতজনের চোখ পড়ে সন্দেহ। মনে হয় পুজোর উদ্যোক্তারা ভাবেন, দুর্গাপুজো হল আনন্দ করার সময়, এই সময় রোগের প্রসঙ্গ তুলে মনকে ভারাক্রান্ত করার কী দরকার।

বিশেষ প্রতিনিধি

রাজ্যে ডেঙ্গি পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। শুধু কলকাতাতেই আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজার। জেলাতেও বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। গত তিন-চারদিন ধরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে রাজ্য সরকার। সোমবারই ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের এক লক্ষ কর্মীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। অভিযোগ, ডেঙ্গি নিয়ে তথ্য গোপন করেছে রাজ্য। সোমবার কলকাতায় বিরোধীরা মশারি নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। সব মিলিয়ে ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি সরগরম। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে দুর্গাপুজোর কাউন্ট ডাউন। পাড়ায় পাড়ায় প্যাভেল বাঁধা হচ্ছে। সেই নিয়ে দেখা দিয়েছে আর এক দুশ্চিন্তা। মাঠের মধ্যে বাঁশ পোঁতার জন্য গর্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে জমছে জল। বাঁশের মাথাতেও জল জমে থাকছে। এই সব জায়গায় তৈরি হয়েছে মশার প্রজনন ক্ষেত্র। মণ্ডপ চত্বরে যাতে জল না জমে, সেজন্য পুরসভাগুলি সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। দুর্গাপুজো এমন এক উৎসব যাতে রাজ্যের সবচেয়ে বেশি মানুষ যুক্ত হন। এই পুজোকে কেন্দ্র করে ডেঙ্গি নিয়ে প্রচার করা যেতে পারত। বহু সংখ্যক মানুষের কাছে বুকিয়ে বলা যেত, এই মারণরোগকে ঠেকানোর উপায় কী। সরকার চায়,



ক্লাবগুলি এই সচেতনতার প্রসারে বড় ভূমিকা নিক। সেজন্য তাদের অনুদান দেওয়া হয়। এবছর পুজোর অনুদান আরও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু ক্লাবগুলোর তেমন ভূমিকা দেখা যাচ্ছে কই? নিতান্ত গতানুগতিক

প্রচার করে তারা দায় সারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্যাভেলের পাশে ডেঙ্গি নিয়ে একটামাত্র ফেস্টুন টাঙানো আছে। সেদিকে কতজনের চোখ পড়ে সন্দেহ। মনে হয় পুজোর উদ্যোক্তারা ভাবেন, দুর্গাপুজো হল

আনন্দ করার সময়, এই সময় রোগের প্রসঙ্গ তুলে মনকে ভারাক্রান্ত করার কী দরকার। ডেঙ্গি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আপাতত কিছু গতানুগতিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরসভার কর্মীরা অনেক বাড়তি গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, কারও ঘর হয়েছে কিনা। এই কর্মীদের বেতন অত্যন্ত কম। কাজও তেমন দায়সারি। তাছাড়া কোনও রোগকেই শুধু সরকারি উদ্যোগে ঠেকানো যায় না। নাগরিকরা যদি সচেতন না হন, কিছুতেই মশার বাড়পুঁকি রোধ করা যাবে না। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাবগুলো সতিই বড় ভূমিকা নিতে পারে। সেজন্য দরকার সদিচ্ছা। কয়েক হাজার ক্লাব যদি এলাকায় এলাকায় ডেঙ্গি প্রতিরোধে প্রচার শুরু করে, কোথাও জল জমছে কিনা নজর রাখে, তা হলে একটা ফল পাওয়া যাবেই। প্রতিবছর এই সময়টায় অনেকে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হন। কারও কারও জীবনও চলে যায়। তখন শুরু হয় হইচই। ডেঙ্গি না ছড়ায় সেজন্য উদ্যোগও নেওয়া হয়। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয় না। কারণ যেই ডেঙ্গির প্রকোপ কমতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই উদাসীন হয়ে পড়ে। আসলে রোগের আঁচ গায়ে না লাগলে আমরা সতর্ক হই না। এই মানসিকতা বদলানোর জন্যই গণ উদ্যোগ নেওয়া দরকার। শুধু পুজোর সময় নয়, ডেঙ্গির মরসুম শুরু হওয়ার আগেই ক্লাবগুলো তৎপর হোক। বার বার মানুষকে সতর্ক করে দিক।

পাঠকের চিঠি

প্রবীণ নাগরিকদের অর্ধেক রেলভাড়া চালু করা উচিত

ষাট বা ষাটোর্ধ প্রবীণ নাগরিকদের রেল ভ্রমণের ভাডায় চল্লিশ শতাংশ ছাড় ছিল। করোনা সংক্রমণের অজুহাত দেখিয়ে সেই ছাড় তুলে দিয়েছে। এটা অমানবিক। করোনার সংক্রমণকে সামনে রেখে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য রেল ভাড়ার ছাড় কেন্দ্রীয় সরকার কোনও রকমভাবে তুলে দিতে পারে না। এটা একেবারে মানব বিরোধী সিদ্ধান্ত। প্রবীণ নাগরিকেরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বহু সময়ে চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন যে শরীর স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখতে গেলে স্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণ করতে হবে। স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে কয়েকদিন বিশ্রাম নিলে প্রবীণ নাগরিকেরা সুস্থ এবং সবল হবে। বর্তমানে ভারতের বেশির ভাগ প্রবীণ নাগরিকেরা পরনির্ভরশীল। তাদের জীবন সন্তানদের ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে। তারা আয় করতে অক্ষম। যাদের পেনশন রয়েছে তারা কোনও রকমভাবে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেয়। আবার বয় বছর লোকদের সন্তানরা দেখে না। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভিক্ষা করে দিন কাটায়ে। সরকারকে এদের কথা



দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। বলা হচ্ছে যে রেলের আয় কমে গিয়েছিল। সেই কারণে রেল ভাডায় এখন আর প্রবীণ নাগরিক এবং পাঁচ বছরের শিশুদেরওকে পুরো ভাড়া দিতে হবে। রেলকর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে প্রবীণ নাগরিক এবং পাঁচ বছরের শিশুদের ছাড় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। রেলের আয় বৃদ্ধি করতে গেলে অপচয় বন্ধ করতে হবে। রেলের অপচয় বন্ধ

করার সঙ্গে কারা যুক্ত রয়েছে তার তালিকা প্রকাশ করতে হবে সংবাদপত্রে এবং এই অপচয় বন্ধ করতে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রেল বছরে অপচয়ের জন্য কত টাকা লোকসান করে তার হিসাব প্রকাশ করতে হবে এবং তার প্রতিকার করতে হবে। রেলের অপচয় রুখতে দৌধীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রেলের সম্পত্তি রক্ষা করা জাতীয় কর্তব্য। প্রবীণদের রেল ভাড়া অর্ধেক করে দিতে হবে বাচতে করে তারা শেষ জীবনে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। রেল দুর্বিনা হলে রেল তো ক্ষতিপূরণ দিতে পিছু পা হয় না। তখন তো রেল ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধা কেড়ে নিয়ে রেল দফতর টাকা বাঁচাবে কেন? প্রবীণদের যে সুবিধা রেল দিয়েছে তা কেড়ে নেওয়া একেবারে অস্বাভাবিক। সুতরাং কেন প্রবীণ নাগরিকদের রেল ভাডায় যে ছাড় ছিল তা আবার চালু করতে হবে।

শঙ্করলাল কর্মকার (বয়স ৭৮), জেলিয়া পাড়া লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

বিশ্বাসে মিলায় ঈশ্বর, তর্কে পরমাণু

বিশেষ প্রতিনিধি

চন্দ্রযান ২-এর ব্যর্থতার চার বছর পর ২৬ আগস্ট সন্ধ্যা ছ’টা চার মিনিটে ইসরোর স্বপ্ন ঝুঁয়েছে চাঁদের মাটিতে। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ, যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে পেরেছে। ইসরোর চন্দ্রস্পর্শের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের অন্তরে গর্বচ্ছটা ও শুভকামনার মাঝেই গণমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যমে তীব্র সমালোচিত হয়েছিলেন ইসরোর চেয়ারম্যান সহ চন্দ্রযান প্রোজেক্ট কর্মকর্তা কয়েকজন বিজ্ঞানী। ইসরোর চেয়ারম্যান এস. সোমনাথ চন্দ্রযানের রেল্লিকা নিয়ে তিরুপতির শ্রীচৈন্দ্রলাক্ষ্মী মন্দিরে চন্দ্রযান প্রোজেক্টের সাফল্য কামনার্থে প্রার্থনা করেছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উঠেছিল সমালোচনার ঝড়। প্রশ্ন উঠেছিল বিজ্ঞানচেতনায় অধ্যাত্মিকতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে, সমান্তরালে এই ঘটনাকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক চাপানুভূতি। সেখানে ঈশ্বর, অধিআত্মার মতো পরিভাষাগুলি আপাতদৃষ্টিতে দক্ষিণপন্থী প্রবণতা দ্বারা শর্তযুক্ত সেখানে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ-বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক পরিসরে সমালোচনা উঠে আসা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার সাপেক্ষে একইভাবে সমালোচিত হয়েছে বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত আস্থা ও বিশ্বাস। সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ধর্মীয় কু-সংস্কার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে বারবার। ধর্মের ছড়ি হাতে নিয়ে বিভিন্ন ‘রং নম্বর’ ধর্মকে উপস্থাপিত করেছে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসেবে। যে মেরুকরণে একসঙ্গেই হাতিয়ার অন্ধবিশ্বাস, অন্যপক্ষের অকাটা যুক্তি।

ক্রমশ...

টলি-বলির টুকরো খবর

‘অ্যানিম্যাল’-এর টিজারে রোমহর্ষক রণবীর



‘অ্যানিম্যাল’, যেমন সিনেমার নাম, তেমনই রণবীর কাপুরের অবতার। চোখেমুখে হিংস্রতার ছাপা ভয়াল চেহারা। এক নজরে অভিনেতাকে দেখে চেনা দায় ছিল ‘অ্যানিম্যাল’-এর প্রথম ঝলকে। এবার নতুন পোস্টারে আরও রোমহর্ষক রণবীর। ঠোঁটে ঞ্ছলন্ত সিগারেট! চোখে কালো রোদচশমা নিয়ে বন্য অবতারে ধরা দিলেন ‘অ্যানিম্যাল’ অভিনেতা। একটা মানুষের বন্য হওয়ার নেপথ্যের কাহিনি ফুটে উঠল টিজারে। ২ মিনিট ২৬ সেকেন্ডের এই টিজার একেবারে শিরদাঁড়া দিয়ে হিমপ্রোত বইয়ে দেবে দর্শকদের। হিংস্রতা, রম্য-রোমাঞ্চের পাশাপাশি অ্যাকশন সিকোয়েন্সও ভরপুর রণবীর কাপুরের

ঋত্বিক ঘটক স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : কবি সুভাষ-বিমানবন্দর (বিমানবন্দর) করিডোর (অরেঞ্জ লাইন) ঋত্বিক ঘটক মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। এই স্টেশনের কংক্রিটিংয়ের কাজ প্রায় শেষ। স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মের ছাদের



স্ক্যাফোল্ডিংয়ের কাজ বর্তমানে চলছে ছাদের আচ্ছাদনের পাশাপাশি। কনকোর্স থেকে প্ল্যাটফর্ম এলাকায় এসকেলটের বসানোর কাজও পুরোদমে চলছে। মেঝেগুলো গ্রানাইট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে এবং সেই কাজও প্রায় শেষের দিকে। ঋত্বিক ঘটক স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই স্টেশনে ০৭ টি এসকেলটর, ০৪ টি লিফট দেওয়া হবে। এগুলি ছাড়াও এখানে ০৭ টি সিঁড়ি পাওয়া যাবে। ঋত্বিক ঘটক স্টেশনে ১৮০-মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম এবং ০৩ টি টিকিট কাউন্টার, স্বয়ংক্রিয় টিকিট সুবিধার জন্য স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন , ০৬টি বসার বঞ্চ, ০১ টি প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ থাকবে। এগুলি ছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার্থে মহিলাদের জন্য একটি, ড্রস্‌লেকের জন্য একটি এবং দিব্যাঙ্গনদের জন্য একটি টমলেট থাকবে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে, যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ০২ টি ওয়াটার কুলার স্থাপন করা হবে। পাবলিক অ্যাক্সেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের সুবিধার্থে জরুরী আলোর ব্যবস্থা, অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর ফ্লোর ইন্ডিকেটরসহ আরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা থাকবে এখানে। মেট্রোর আয় বাড়াানের জন্য, বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এই স্টেশনে সম্পত্তি উন্নয়নের জন্য জায়গা পাওয়া যাবে। একবার চালু হলে, এই স্টেশনে প্রচুর লোক সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে গুঞ্জন হবে।

পারমাণবিক অস্ত্রের দ্রুত বিকাশে সংবিধান সংশোধন করেছে উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং, ২৮ সেপ্টেম্বর : পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির গতি রোধ ঠেকাতে সংবিধান সংশোধন করেছে উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়া এখন নতুন আইন করে তার সংবিধানের পরমাণু অস্ত্রের দ্রুত বিকাশের নীতি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখন আইনটি হওয়ার পর উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে। উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং-উন উত্তর কোরিয়ার পার্লামেন্টের (সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেমব্লি) অধিবেশন চলাকালীন জানিয়েছেন। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক শক্তি তৈরির নীতি এখন দেশের মৌলিক আইনের মতো স্থায়ী করা হচ্ছে, যা লঙ্ঘন করা যাবে না। তা করার অনুমতি দেওয়া হবে। তিনি পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ত্বরান্বিত করার এবং পারমাণবিক হামলার ক্ষমতাকে বৈচিত্র্যময় করার পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন পরিষেবার তাদের মোতায়েন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বলেছিলেন যে পিয়ংইয়ং আমেরিকা এবং তার মিত্রদের কাছ থেকে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে এবং তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস করার ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে তিনি এই পদক্ষেপ নিচ্ছেন। উত্তর কোরিয়ার এই পদক্ষেপ এমন সময়ে এল যখন আমেরিকা উত্তর কোরিয়াকে আলোচনার টেবিলে ফেরার আবেদন জানাচ্ছে। এই কপোতকথনের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি না চালানোর জন্য আমেরিকার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার কথা। কিম জং-উন সম্প্রতি রাশিয়া সফর থেকে ফিরেছেন, যেখানে তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সাথে দেখা করেছেন। রাশিয়া সফরে কিম জং উন একটি অস্ত্র উৎপাদনকারী কোরিয়ার প্রদ্রাষ্ট পরিদর্শন করেন। কিম জং-উনের এই সফর এমন এক সময়ে হয়েছে যখন ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকা উত্তর কোরিয়াকে রাশিয়ার কাছে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ করেছে। বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচির প্রযুক্তি হস্তান্তর নিয়ে উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উত্তর কোরিয়া তাদের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য এই চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত উৎপাদন ব্যবহার করতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে।

হজযাত্রার আগে সৌদি আরবের কড়া বার্তা পাকিস্তানকে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৮ সেপ্টেম্বর : হজ্জের পূণ্যাধীনের নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে প্রতিটি দেশের জন্য কোটা নির্দিষ্ট করে দেয় সৌদি আরব। কোন দেশ থেকে কত জন মক্কা আসবেন, তা সৌদিকে আগে থেকে জানাতে হয়। কোটার মাধ্যমে আর্থিক সাহায্যও মেলে। এবারের হজ শুক্রর আগে পাকিস্তানের জন্য ‘সতর্কবার্তা’ এল সৌদি আরবের পক্ষ থেকে। হজযাত্রায় কোটায় আবেশনকারীদের মনোনয়নের বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে ওই বার্তায়। কোনও ভাবেই যাতে তিহারি কিংবা পকেটমারের মতো ছিঁচকে অপরীণীরা হজ্জের সুযোগ না পান, সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। পাক বিশেষ মন্ত্রককে পাতানো চিঠিতে বলা হয়েছে, আমাদের জেলগুলিতে আপনাদের দেশের কয়েদিদের ভিড় জমে গিয়েছে। আর জিজগা নেই। হজযাত্রায় সৌদি আরবে প্রচুর সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়। ভিড় সামাল দিতে প্রশাসনকেও রীতিমতো হিমশঙ্ক খেতে হয়। হজযাত্রা সূত্ই ভাবে সম্পন্ন করা সৌদি সরকারের কাজ বড়সড় চ্যালেঞ্জ। এই পরিস্থিতিতে এ বছর সৌদি থেকে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার মানুষের কোটা পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক ভাবে প্রবল আর্থিক সম্ভটের কারণে এ বছর প্রথমে ইসলামাবাদ তা ফিরিয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেশের অন্দরে বিক্ষোভ তৈরি হওয়ায় কিছু শর্তসাপেক্ষে ‘উমরাহ ভিসা’ কোটায় হজযাত্রায় সম্মতি দেয় পাক সরকার।

‘অ্যানিম্যাল’-এর টিজার। ছবির সংলাপও

কেতাদুরস্থ। আদ্যোপান্ত ঘরোয়া, সদামাটিা ছেলে থেকে কী করে বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারে একজন মানুষ, সেই জার্নির কিছু ঝলক দেখা গেল। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন বাদে ‘অভিনেতা’ রণবীর কাপুরকে দেখা গেল ‘অ্যানিম্যাল’-এর টিজারে। রণবীর কাপুরের বাবার চরিত্রে অনিল কাপুর। প্রেমিকার ভূমিকায় রশ্মিকা মন্দানা। ববি দেওলকেও দেখা গেল ভিলেনের চরিত্রে। রণবীর কাপুরের জন্মদিনে যে বড়সড় চমক আসতে চলেছে, সেই যোগণাই দিন কয়েক আগে করা হয়েছিল প্রযোজনা সৎস্থা টি সিরিজ-এর তরফে। বৃহস্পতিবার সেই স্পেক্টিভেই মুক্তি পেল ‘অ্যানিম্যাল’-এর টিজার। সন্দীপ রেড্ডি ভঙ্গ পরিচালিত এই ছবি যে বক্স অফিসে শোরগোল ফেলে দেবে, তা পয়সা ঝলক দেখেই আন্দাজ করা গেল। উল্লেখ্য, রণবীরের বহু প্রতীক্ষিত এই ছবি মুক্তি পাবে ১ ডিসেম্বর। জুন মাসে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত ‘অ্যানিম্যাল’-এর প্রি-টিজার প্রকাশ্যে আসতেই সরগম্ন হয়েছিল নেটপাড়া। যা দেখে উল্লেখ্য সেটি পড়েছিলেন অনুরাগীরা। পাশাপাশি সিনে-সমালোচকরাও সেই আগাম ঝলক দেখে ভবিষ্যতবাণী করে ফেলেছিলেন যে এই ছবি বক্সঅফিসে দারুণ ব্যবসা করবে। প্রসঙ্গত, ‘ব্রহ্মাষ্ট্র’, ‘তু বুটি ম্যায় মক্কার’-পর এবার কাপুরপুত্রকে দেখা গেল একেবারে ভিন্ন অবতারে।



বেশ কয়েক মাস হল সংসার পেতেছেন অভিনেত্রী রশ্মা চট্টোপাধ্যায়। ১৩ বছর ধরে যে পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই পেশারও বিদায় জানিয়েছেন নির্ধ্বিধায়। তিনি প্রথমেই জানিয়েছিলেন মন দিয়ে সংসার করতে চান। এখন নায়িকা মন দিয়ে বিদেশে সংসার করছেন। স্বামীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পছন্দের জায়গায়।

চক্রধরপুর বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : রৌরকেলা স্টেশন ইয়াডে ৩য় লাইনের কাজের সাথে ইয়ার্ড পুননির্মাণের কারণে ট্রেনগুলির নিয়ন্ত্রণ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রিত হবে : ট্রেন বাতিল : ১. ০৮১৬৬ / ০৮১৬৪ চক্রধরপুর– রৌরকেলা-চক্রধরপুর MEMU প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ২৯.০৯.২৩ থেকে ১৫.১০.২০২৩ পর্যন্ত। ২. ০৮১৬৮ / ০৮১৬৭ ঝাড়সুগুন্ডা– রৌরকেলা – ঝাড়সুগুন্ডা মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ২৯.০৯.২৩ থেকে ১৫.১০.২৩ পর্যন্ত। ৩. ১৮১৭৫ হাতিয়া-ঝাড়সুগুন্ডা মেমু এক্সপ্রেস ২৮.০৯.২৩ থেকে ১৫.১০.২৩ পর্যন্ত। ৪. ১৮১৭৬ ঝাড়সুগুন্ডা – হাতিয়া মেমু এক্সপ্রেস ২৯.০৯.২৩ থেকে ১৫.১০.২৩ পর্যন্ত। ৫. ১৮১৭৬ ঝাড়সুগুন্ডা – হাতিয়া মেমু এক্সপ্রেস ২৯.০৯.২৩ থেকে ১৫.১০.২৩ পর্যন্ত। ৬. ১৮১১০ ইটওয়ারি- টাটানগর এক্সপ্রেস ২৯.০৯.২৩ থেকে ০৩.১০.২৩ পর্যন্ত ৭. ১৮১২৫ / ১৮১২৬ রাউরকেলা – পুরী- রাউরকেলা এক্সপ্রেস ২৯.০৯.২৩ থেকে ১৫.১০.২৩ পর্যন্ত। ৮. ২২৮০৯ / ২২৮৪০ রাউরকেলা – ভুবনেশ্বর – রাউরকেলা এক্সপ্রেস ১৫.১০.২৩ থেকে ১৫.১০.২৩ পর্যন্ত। ৯. ১৮১০৭ / ১৮১০৮ রাউরকেলা-জাদলপুর- রাউরকেলা এক্সপ্রেস ২৯.০৯.২৩ থেকে ১৫.১০.২৩ পর্যন্ত। ১০. ১৮১১৭ / ১৮১১৮ রাউরকেলা-গুন্‌পুর- রাউরকেলা এক্সপ্রেস ২৯.০৯. ২৩ থেকে ১৫.১০.২৩ পর্যন্ত। ১১. ১৮১১৩ / ১৮১১৪ টাটানগর-বিলাসপুর- টাটানগর এক্সপ্রেস ২৯.০৯.২৩ থেকে ১৫.১০. ২৩ পর্যন্ত। ১২. ০৮১০৭ / ০৮১০৮ রাউরকেলা – চক্রধরপুর- রাউরকেলা এক্সপ্রেস ২৯.০৯.২৩ থেকে ১৫.১০.২৩ পর্যন্ত। ১৩. ০৮১৪৯ হাতিয়া – ২৮.০৯. ২৩ থেকে ১৫.১০. ২৩ পর্যন্ত রাউরকেলা প্যাসেঞ্জার। ১৪. ০৮১৫০ রাউরকেলা-হাতিয়া প্যাসেঞ্জার ২৯.০৯.২০২৩ থেকে ১৬.১০. ২৩ পর্যন্ত। ১৫. ০৮১২১ / ০৮১২২ বীরমিত্রপুর-বরসুয়ান-বীরমিত্রপুর এক্সপ্রেস ১৫.০৯.২৩ থেকে ১৫.১০. ২৩ পর্যন্ত। ১৬. ২০৮২২ সাতরাগাছি-পুনে হামসফর এক্সপ্রেস ৩০.০৯. ২৩ এবং ১৪.১০.২৩ তারিখে ১৭. ২০৮২১ পুনে- সাতরাগাছি হামসফর এক্সপ্রেস ০২.১০. ২৩ এবং ১৬.১০. ২৩ তারিখে। ১৮. ১২৭৭২ হুজুর সাহেব নান্দেড-সান্তরাগাছি এক্সপ্রেস ০২.১০. ২৩ তারিখে। ১৯. ১২৭৬৮ সাতরাগাছি – ০৪.১০. ২৩ তারিখে হুজুর সাহেব নান্দেড এক্সপ্রেস। ২০. ২০৮৩৬ / ২০৮৩৫ পুরী- রৌরকেলা-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ২১.১০.২৩, ১৬.১০. ২৩ এবং ১৫.১০.২৩ তারিখে। ২১. ১৩২৮৮ রাজেন্দ্রনগর-দুর্গ এক্সপ্রেস ২৯.০৯.২৩ থেকে ০৩.১০. ২৩, ০৮.১০.২০২৩, ১১.০১.২০২৩ থেকে ১৪.১০.২০২৩ পর্যন্ত। ২২. ১৩২৮৭ দুর্গ – রাজেন্দ্রনগর এক্সপ্রেস ০৩.০৯. ২৩ থেকে ০৪.১০. ২৩, ০৯.১০.২৩, ১১.১০. ২৩ থেকে ১৫.১০.২৩ পর্যন্ত। ২৩. ১২৮১৭ হাওড়া –তিতলাগড় এক্সপ্রেস ৩০.০৯.২৩, ০২.১০. ২৩, ০৪.১০. ২৩, ০৯.১০.২৩, ১১.১০.২৩ এবং ১৪.১০.২০২৩ তারিখে। ২৪. ২২৮৬১ হাওড়া – কান্তবাড়ি এক্সপ্রেস ০১.১০.২৩, ০৩.১০.২৩, ১২.১০.২৩, ১৬.১০.২৩ এবং

১৫.১০. ২৩ তারিখে। ২৫. ১২৮৭২ তিতলাগড়-হাওড়া এক্সপ্রেস ০১.১০.২৩, ০৩.১০. ২৩, ১২.১০. ২৩ এবং ১৫.১০. ২৩ তারিখে। ২৬. ১২৮৬২ কান্তবাড়ি-হাওড়া এক্সপ্রেস ৩০.০৯.২৩, ০২.১০. ২৩, ০৪.১০. ২৩, ০৯.১০. ২৩, ১১.১০. ২৩, ১৬.১০. ২৩ এবং ১৪.১০. ২৩ তারিখে। ২৭. ১৮৪৪২ পুরী- হাতিয়া এক্সপ্রেস ১১.১০. ২৩ থেকে ১৪.১০. ২৩ পর্যন্ত। ২৮. ১৮৪৫১ হাতিয়া- পুরী এক্সপ্রেস ১২.১০. ২৩ থেকে ১৫.১০. ২৩ পর্যন্ত। ২৯. ১২৮৭০ হাওড়া- CSMT মুম্বাই এক্সপ্রেস ২৯.০৯.২৩, ০৬.১০. ২৩ এবং ১৬.১০. ২৩ তারিখে। ৩০. ১২৮৬৯ CSMT মুম্বাই – ০১.১০.২৩, ০৮.১০.২৩ এবং ১৫.১০.২৩ তারিখে হাওড়া এক্সপ্রেস। ৩১. ১৩৪৪৬ সুরাট-মালদা টাউন এক্সপ্রেস ০২.১০.২৩ এবং ১৬.১০. ২৩ তারিখে। ৩২. ১৩৪২৫ মালদা টাউন –সুরাত এক্সপ্রেস ০৭.১০.২৩ এবং ১৪.১০.২৩ তারিখে। ৩৩. ১৮৩১১ সম্বলপুর– বেনারস এক্সপ্রেস ০৪.১০. ২৩, ১১.১০. ২৩ এবং ১৫.১০. ২৩ তারিখে। ৩৪. ১৮৩১২ বেনারস-সম্বলপুর এক্সপ্রেস ০৫.১০.২৩, ১২.১০.২০২৩, ১৬.১০.২০২৩ এবং ১৬.১০.২৩ তারিখে। ৩৫. ১২৮৬৫ হাতিয়া-স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস ০১.১০.২৩ এবং ১১.১০.২৩ তারিখে। ৩৬. ১২৮৩৬ স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু-হাতিয়া এক্সপ্রেস ০২.১০.২৩, ১০.১০.২৩ এবং ১২.১০.২৩ তারিখে। ৩৭. ২২৫১২ কামাখ্যা-এলাটিটি এক্সপ্রেস ৩০.০৯. ২৩ এবং ১৪.১০.২০২৩ তারিখে। ৩৮. ২২৫১১ LTT-কামাখ্যা এক্সপ্রেস ০৩.১০.২৩ এবং ১৭.১০.২০২৩ তারিখে। ৩৯. ২২৮৪৫ পুনে-হাতিয়া এক্সপ্রেস ০৮.১০.২০২৩ এবং ১১.১০.২০২৩ তারিখে। ৪০. ২২৮৪৬ হাতিয়া-পুনে এক্সপ্রেস ০৯.১০. ২৩ এবং ১৩.১০. ২৩ তারিখে। ৪১. ২২৮৩২ শালিমা-ভূজ এক্সপ্রেস ০৭.১০.২৩ এবং ১৪.১০.২০২৩ তারিখে। ৪২. ২২৮২২ ভূজ-শালিমা এক্সপ্রেস ১০.১০.২৩ এবং ১১.১০.২৩ তারিখে। ৪৩. ২০৮২৮ সাতরাগাছি-জবলপুর এক্সপ্রেস ১১.১০.২০২৩ তারিখে। ৪৪. ২০৮২৭ জবলপুর-সাতরাগাছি এক্সপ্রেস ১২.১০.২০২৩ তারিখে। ৪৫. ২২১৬৯ রানী কমলাপতি – ১১.১০.২০২৩ তারিখে সাতরাগাছি এক্সপ্রেস। ৪৬. ২২১৭০ সাতরাগাছি – রানি কমলাপতি এক্সপ্রেস ১২.১০.২০২৩ তারিখে। ৪৭. ১৮০০৫ হাওড়া-জাদলপুর এক্সপ্রেস ১১.১০.২৩ থেকে ১৪.১০.২০২৩ পর্যন্ত। ৪৮. ১৮০০৬ জগদলপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস ১২.১০.২০২৩ থেকে ১৫.১০.২০২৩ পর্যন্ত। ৪৯. ২২৮৪৩ বিলাসপুর-পাটনা এক্সপ্রেস ২৯.০৯.২০২৩ এবং ১৬.১০.২০২৩ তারিখে। ৫০. ২২৮৪৪ পাটনা-বিলাসপুর এক্সপ্রেস ০১.১০.২০২৩ এবং ১৫.১০.২৩ তারিখে। ৫১. ২২৮৯৪ হাওড়া-লাই নগর শিরডি এক্সপ্রেস ১২.১০.২০২৩ তারিখে। ৫২. ২২৮৯৩ সাইনগর শিরডি- হাওড়া এক্সপ্রেস ১৪.১০.২৩ তারিখে। ৫৩. ১৮৩০৯ সম্বলপুর-জম্মু তাউই এক্সপ্রেস ০১.১০. ২৩, ০৯.১০.২৩, ১২.১০.২৩ এবং

১৪.১০.২৩ তারিখে। ৫৪. ১৮৬১০ জম্মু তাউই-সাম্বলপুর এক্সপ্রেস ১০.১০.২০২৩, ১২.১০. ২৩ এবং ১৬.১০. ২৩ তারিখে। ৫৫. ১২৮১২ হাতিয়া-এলাটিটি এক্সপ্রেস ১৬.১০.২৩ তারিখে। ৫৬. ১২৮১১ এলাটিটি- হাতিয়া এক্সপ্রেস ১৫.১০.২০২৩ তারিখে। ৫৭. ১৭০০৫ হায়দ্রাবাদ- রাঙ্গৌল এক্সপ্রেস ১২.১০.২৩ তারিখে। ৫৮. ১৭০০৬ রাঙ্গউল-হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ১৫.১০.২০২৩ তারিখে। ৫৯. ১৭০০৭ সেকেন্দ্রাবাদ-দারভাঙ্গা এক্সপ্রেস ১৪.১০.২০২৩ তারিখে। ৬০. ১৭০০৮ দারভাঙ্গা – সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ১৭.১০.২০২৩ তারিখে। ৬১. ২২৮০৫ ভুবনেশ্বর-আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস ১৪.১০.২০২৩ তারিখে। ৬২. ২২৮০৬ আনন্দ বিহার – ১৫.১০.২০২৩ তারিখে ভুবনেশ্বর এক্সপ্রেস ৬৩. ২০৯৭১ উদয়পুর-শালিমা়র এক্সপ্রেস ১৪.১০ তারিখে। ৬৪. ২০৯৭২ শালিমা়র-উদয়পুর এক্সপ্রেস ১৫.১০.২০২৩ তারিখে। ৬৫. ১৭০২১ ভাঙ্কো ডা গামা-জার্মিদি এক্সপ্রেস ১১.১০.২০২৩ তারিখে। ৬৬. ১৭৩২২ জার্মিডি-ভাঙ্কো ডা গামা এক্সপ্রেস ১৬.১০.২৩ তারিখে। ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি : ১. ১৮৬১০ জম্মু তাউই-সাম্বলপুর এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ২৮.১০.২৩, ২৯.০৯.২৩ এবং ০১.১০.২৩ তারিখে হাতিয়া সংকলিত্যাবে শেষ হবে। ২. ০২.১০.২৩, ০৩.১০.২৩ এবং ০৫.১০.২০২৩ তারিখে ১৮৩৩৬ সম্বলপুর-জম্মু তাউই এক্সপ্রেস যাত্রা হাতিয়া থেকে সংক্ষিপ্তভাবে শুরু হবে। ৩. ১৮১০৬ জয়নগর-রৌরকেলা এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ২৯.০৯.২০২৩, ০২.১০.২০২৩, ০৪.১০.২০২৩, ০৬.১০.২০২৩, ০৯.১০.২০২৩, ১১.১০.২০২৩ তারিখে এবং ১৬.১০.২০২৩ তারিখে হবে। ৪. ১৮১০৫ রাউরকেলা-জয়নগর এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ৩০.০৯.২০২৩, ০৩.১০.২০২৩, ০৭.১০.২০২৩, ১০.১০.২০২৩, ১২.১০.২০২৩ থেকে শুরু হবে। ৫. ১৮৪৭১৮৪৭৮ পুরী-যোগ নগরী-পুরী এক্সপ্রেস যাত্রা ২৯.০৯.২০২৩ থেকে ১৫.১০.২০২৩ পর্যন্ত শুরু হয়ে আইবি-ঝাড়সুগুন্ডা রোড-সম্বলপুর হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ২. ১৮১১০৬ এর্নাকুলাম-টাটানগর এক্সপ্রেস যাত্রা ১১.১০.২০২৩ তারিখে শুরু হচ্ছে কটক-জাখাপুরা-নয়াগড়-জারোলি-ডাক্সোয়াপোসি- রাজখারসওয়ান হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ৩. ১৮১৮৯ টাটানগর-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ২০.১০.২০২৩ তারিখে রাজখারসওয়ান-ডাক্সোয়াপোসি-জারোলি-নয়াগড়-জাখাপুরা-কটক হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ৪. ২০৮১৭ ভুবনেশ্বর-নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ৩০.০৯.২০২৩ এবং ১৪.১০.২৩ তারিখে কটক-জাখপুর- রাজখারসওয়ান হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ৫. ১২৮৬১ টাটানগর- স্যার এম বিশ্বেশ্বরয়া টার্মিনাল, ১৩.১০.২৩ তারিখে শুরু হওয়া বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস যাত্রা রাজখরসওয়ান-ডাক্সোয়াপোসি-জারোলি-নয়াগড়-জাখাপুরা – কটক হয়ে বাকানো রুটে চলবে।

অভিনেত্রী মনে হয় বিদেশে গিয়ে খুশি নেই। মায়ের এক বার নায়িকার মনখারাপের ছবিও ইনস্টাগ্রামে ছড়িয়ে পড়ার পর আরও জোরালো হয়েছিল জল্পনা। পরে অবশ্য সেই ধারণা ভাঙে অনুরাগীদের। রুশার পোস্ট করা নতুন পোস্ট দেখে অবশ্য প্রশ্ন উঠেছে অন্য। রুশাকে দেখে সকলেরই প্রশ্ন, তিনি কি মিস করছেন না কলকাতাকে? আবার কেউ প্রশ্ন করেছেন, নিজের পেশা ছেড়ে দেওয়ার পর এখন কি মনখারাপ লাগে না? কাউকেই কোনও উত্তর দেননি রুশা। এক জন মন্তব্য করেছিলেন, তিনি তা হলে আর কখনও অভিনয় করবেন না? সব উত্তরই অধরা। ‘ওগো বধু সুন্দরী’ সিরিয়ালে অভিনয়ের মাধ্যমে এই ইন্ডাস্ট্রিতে হাতেখড়ি হয় রুশা। অভিনেত্রী খাতাভরী চক্রবর্তীর বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। রুশা যদিও অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন, তবে চুটিগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর পর্দার দিদি ঋতাভরী।

বিহারে সফর উপ-রাষ্ট্রপতির, অংশ নেবেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্টানে

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : উপ-রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড আগামীকাল, ২৯ সেপ্টেম্বর বিহার সফরে আসবেন। ওই দিন বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন উপ-রাষ্ট্রপতি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করবেন। গয়াতে যাওয়ারও কর্মসূচি রয়েছে উপ-রাষ্ট্রপতির। সরকারিভাবে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, একদিনের সফরে শুক্রবার সন্তুর্কী বিহার সফরে যাবেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন এবং সেখানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলবেন। একদিনের সফরে গয়াতেও যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে উপ-রাষ্ট্রপতির।

গণেশ উৎসবের সমাপ্তি, মুম্বইয়ে বিসর্জনকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর : মুম্বই তথা সমগ্র মহারাষ্ট্রজুড়ে বিসর্জনে সুরা মহারাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার সমাপ্ত হয়েছে। ১০-দিন ব্যাপী গণেশ উৎসব। শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র নয়, এদিন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গণেশ উৎসবের সমাপ্ত হয়েছে। মুম্বইয়ে গণেশ বিসর্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোতায়েন থাকে প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনী। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে প্রশাসন। সন্ধ্যা থেকেই মুম্বইয়ে গণেশ প্রতিমার বিসর্জন চলে। বিসর্জনের মধ্যে গণপতি বাল্মকে বিদায় জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রবাসী। গ্রেটার মুম্বইয়ের যুথ সিপি (আইনশৃঙ্খলা) সত্যনারায়ণ চৌধুরী বলেছেন, বৃহস্পতিবার বিসর্জনের শেষ দিন এবং মুম্বই পুলিশ যথায় যথায় গ্রহণ করেছে। মুম্বইতে যে সমস্ত জায়গায় বিসর্জন হচ্ছে, সেখানে পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে এবং ব্যরিকেড, সিসিটিভি ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে..আমাদের পুরো বাহিনী মুম্বইয়ের রাস্তায় রয়েছে।

স্থিতিশীল পেট্রোল ও ডিজেল

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ রুটে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৮ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯৫ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবার সরকারি খাতে তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকা। মোহাইতে এক লিটার পেট্রলের দাম ১০২.৬৩ এবং ডিজলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোল ১০৬.০৭ টাকা আর ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা। ভারত এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা।

পাঞ্জাবে রেল রোকো কর্মসূচি কৃষকদের, এমএসপি-সহ একাধিক দাবি আদায়ে বিক্ষোভে অম্লদাতারা

অমৃতসর, ২৮ সেপ্টেম্বর : পূর্ব যোগাণ মতোই একাধিক দাবি আদায়ে পাঞ্জাবে রেল রোকো কর্মসূচিতে অংশ নিলেন কৃষকরা। কিাণ মজদুর সংগঠন কমিটির তত্ত্বাবধানে, অমৃতসরের দেবী দাস পুরায় রেললাইনে বসে নিজেদের দাবিতে ‘রেল রোকো আন্দোলন’-এ অংশ নেন কৃষকরা। কৃষকদের দাবির মধ্যে রয়েছে-এমএসপি কমিটি, দিল্লিতে আন্দোলন সংক্রান্ত মামলা প্রত্যাহার এবং আন্দোলনের সময় মৃত কৃষকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও চাকরি প্রদান। এদিকে, কৃষকদের এই ‘রেল রোকো’ কর্মসূচির জেরে বৃহস্পতিবার রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। অনেক ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকেই পাঞ্জাবের নানা স্থানে রেললাইনে বসে ‘রেল রোকো আন্দোলন’-এ অংশ নেন কৃষকরা। একজন কৃষক নেতা বলেছেন, বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিন ধরে পাঞ্জাবে রেল রোকো কর্মসূচি চলবে। এমএসপি গ্যারাণ্টি – সহ অনেকগুলি বিষয় রয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে দিল্লিতে আন্দোলনের সময় কৃষকদের বিরুদ্ধে হওয়ার হওয়া মামলা ফিরিয়ে নিতে হবে, কৃষকদের আয় হ্রাস্ত হওয়ার কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে, অথচ আমাদের বায় বেড়েছে ২-৩ গুণ।

এশিয়াডে
পিস্তলের টিম
ইভেন্টে সোনার
পদক ভারতের

হানবাউ, ২৮ সেপ্টেম্বর
এশিয়া গেমসে বৃহস্পতিবার
আরও সোনার মুখ দেখেছে ভারত।
১০ মিটার এয়ার পিস্তলের টিম
ইভেন্টে সোনা জিতেছে ভারত।
সেই টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শিবা
নরায়াল। শুটিংয়ে টিম ফাইনাল
আরও একটা সাফল্যে উচ্ছসিত।
ভারতীয় ক্রীড়া প্রেমীরা যদিও
শিবির সাফল্য খুশি নয় তাঁরা বাবা
দীলগাও! এমনও হয় নাকি? ব
কারণও জানিয়েছেন। এশিয়াডের
মতো মাল্টি নেশন এবং মাল্টি
মেন্টো টিম ইভেন্টে সোনা জেতার
পূর্ণও উচ্চসে ভাসার কারণ এখনও
খুঁজে পাননি দীলগাও। টিম ইভেন্টে
সোনা জিতলেও ব্যক্তিগত ইভেন্টে
নজর কাড়তে পারেননি মাত্র ১৭
বছরের খুস্তার। যোগ্যতা অর্জন পূর্বে
১৪ নম্বরে শেষ করেন। ফাইনালে
যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি।
টিম ইভেন্টে সর্ববয়োজ্যে, অর্জুন সোনি
চিমা এবং শিবা নরায়াল সোনা
জিতেছে। অন্যদিকে এদিন উসুতে
রুপাতেই খামতে হল রোশিবিনি
দেবীকে। লক্ষ্য ছিঁল সোনা। কিন্তু
চিমা প্রতিনন্দীর বিরুদ্ধে খামতে
হয়েছে রুপাতেই। জাকার্তা
এশিয়ান গেমসের উসুর সান্দ্রা ০৬
কেজি বিভাগ থেকে এগেছিল
ব্রোঞ্জ। এ বার একদমই এগোনে
রোশিবিনি দেবী নাওরেন। মণিপুর
এনএও অশান্ত। একদিন আগে
নিজের রাজ্য নিয়ে উল্লেখ প্রকাশ
করেছেন উসু আখাথলি। সোনা
হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ আছে।
একই সঙ্গে রয়েছে তারপর তৃপ্তিও
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও উচ্চস
প্রশংসা করছেন রোশিবিনাকে নিয়ে

যারের মাঠে দশ বছরে ৫০ নেই, গত বছরে গড়ও তথৈবচ
বিশ্বকাপের আগে জাদেজার
ওডিআই ফর্ম নিয়ে চিন্তা

দূরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বরীন্দ্র জাদেজার অলরাউন্ড ফর্ম
ক্রেতাকে দলের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ক্রী-
বিশেষ করে সীমিত উভয়ের
ওয়ানডেতে তার ব্যাটিং ফর্ম উ-
দাড়িয়েছে। ২০২২ সালের
ওয়ানডেতে একটি হাফসেঞ্চুরি ক-
সঙ্গেই যে বা উদ্বোধনকার পরিসংখ-
সমন্বয় হাল, প্রায় গতি এক বর্ধন ধা-
স্টাইলিকের প্রতি তিনি কোনও ভিন্নম-
জাজেই প্রায়ই ফিনিশারের ইতিম-
হয়ে থাকে। যে কারণে তাঁকে সাত ন-
হয়। আধুনিক ওডিআই ক্রিকেটের
প্রেমফান্টে, এই ডুমিকাকি কেবল
রান সংগ্রহ করাই নয়, বরং
চিন্তাশক্তি গঠিত তার ব্যাটের
জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেহা ওভার
ক্রেত রান করার ক্ষমতা রাখাটা কিন্তু
ভারতের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
হবে। ২০২৬ বিশ্বকাপ ত ঘনিযে
আসছে, জাদেজার ব্যাটিং ফর্ম
আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত
হয়েছে। হার্পিক পাণ্ডিয়ার সঙ্গে তার
ফিনিশিং ক্ষমতা ভারতের লেয়ার
অর্ডারের ব্যাটিকে উল্লেখযোগ্য
ভাবে শক্তিশালী করতে পারে।
যাইহোক, এই আশীশদিকের উন্নতি
অবশ্যই তার ফর্ম ফিরে পেতে
প্রভাশালী কামিওগুলি খেলতে
তার ট্রেন্ডমার্ক হয়ে গিয়েছে। যদি ২
থেকে বরীন্দ্র জাদেজার ওডিআই বা
দিকে তাকানো যায়, তবে অব্যান
ব্যাটারদের তুলনায় একটি লক্ষণীয়
তার পারফরম্যান্স হতাশাজনক।
স্টাইলিক রেট উল্লেখযোগ্য ভাবে ক-
ব্যাট করার সময়ে জাজেবা শেষ ১১



মিলে মাত্র ১৭০ রান সঞ্চার করেছেন। এটি ইন্ডিয়ান কংগ্রেস, তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান না রেখেই যথেষ্ট খেলেছেন বলেভিত্তি তার গ্রহণ করেছেন। আর ২০২২ সাল থেকেও ২২৫ রান করেছেন। গড় ২৮.১১ সর্বাঙ্গিক গড় ৪৫।৫ আরও বিশ্বমের ব্যাপার হলে, রবীন্দ্র জাদেজা গড় দশম বহুরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের মাটিতে গড়িয়াই ক্রিকেটে একটিও হাফসেঞ্চুরি করেননি। ওয়ানডে-৩০ ঘণ্টার মাঠে তার শেষ হাফসেঞ্চুরি ২০১৩ সালের ১৫ জানুয়ারি করেছিলেন জাহসুদ। কোচি নরেন্দ্রে স্টেডিয়ামেই জানুয়ারের বিজয়ে পাশাপাশি তার ২৪.৭১ গড় নির্দেশ করে যে, তিনি ব্যাট হাতে রীতিমতো লড়াই করেছেন। কিন্তু ফর্মের দেখা হতে ২০২২ সালে সব ইনিংসে মিলিয়ে মাত্র মাত্র ১১টি রান তার এবং একটি হক্কা মেরেছেন। বাউন্ডারি মারার ক্ষমতা একজন ক্রিকেটারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পরিসংখ্যানটি এমন একটি ক্ষেত্রে নির্দেশ করে, যেখানে জাদেজাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নতি করতে হবে। যাইহোক, তার সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তার স্ট্রাইক রেট, যা দাঁড়িয়েছে ৬৩.৩৭। আনুগত্য গড়িয়াই ক্রিকেটের প্রেমাপ্রিয় একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ করে একজন ফিনিশার হিসাবে।

মনোনীত খেলোয়াড়ের জন্য একটি ইনিংসের শেষের পর্বে, যেখানে দ্রুত রান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে স্ট্রাইক রেট ৬৩.৩৭ অপরিহার্য এবং হতাশাজনক। আমরা যদি ইফতিখার আহমেদ (১০৭.১১), ডেভিড মিলার (১০০.৮৯) এবং প্রভুর বিলিয়ামসের (৮৭.২২) মতো অন্যতম লোয়ার অর্ডার ফিলিস্তানের সঙ্গে জাদেজার স্ট্রাইক রেট তুলনা করি, তবে পার্থক্যটি স্পষ্টতই হয়ে চোখে পড়বে। এই খেলোয়াড়রা দ্রুত স্কোর করার ক্ষেত্রে আরও কার্যকর ডুবিকা নিচ্ছে, যা একটি গড়িয়াই ইনিংসের শেষের দিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লিগ কাপ থেকে সিটির বিদায়, লিভারপুলের জয়

লভন, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ টানা তিনবার লিগ কাপ থেকে ছিটকে গেল ম্যানচেস্টার সিটি। গতকাল লিগ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে নিউকাসল ইন্টারনেশনালকে ১-০ গোলে হেরেছে পেপ গার্সিয়ার দল। লিগ কাপের শেষ ষোলোতে তারা খেলবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার ইন্টারনেশনালকে বিপক্ষে। গত বছরের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল এই দল। গত ফেব্রুয়ারিতে সে ফাইনালে ২-০ গোলে জিতেছিল ইন্টারনেশনাল। অন্যদিকে লিগ কাপের তৃতীয় রাউন্ডের আরেক ম্যাচে সেল্টার্ন সিটিতে ৩-১ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। বুধবার জেমস পার্কে নিউকাসলের বিপক্ষে ম্যাচ আর্থি হান্ট, ফিল ফথেনেও ও কালি ওজাকারকে বিশ্রাম দিয়েছেন।

গার্সিয়ার। এরপর অবশ্য ফরাসি প্রথমেই দাপুটে ফুটবল খেলে লিগ চ্যাম্পিয়নে। তবে গোলের খেলা কন্ট্রোল গোলাচী তা তারা করতে পারেনি। উল্টো



দ্বিতীয়ার্থে ৫৬ মিনিটে নিউকাসলকে এগিয়ে দেন আলেক্সান্ডার আইজাক। দ্বিতীয়ার্থে ফেল্ডেন ও জর্জি ডেভুকা মনে মনে নামলো দলকেও সমতায় ফেরাতে পারেননি। হুলাইন নামে খ্যাত গোলরক্ষক দুটি সফল সুযোগ মিস করতেছেন। ফলে ৬৮ শতাব্দী বল নিজদের পায়ে রেখেও লিগ কাপ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। হুলাইন আটবারের চ্যাম্পিয়নসন। ২০১৮ থেকে ২০২১-এই চার মরসুম চ্যাম্পিয়ন লিগ কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সিটি। এরপর আর এটা টুর্নামেন্ট জেতা হতনি তাদের। জ্যাস্টা নিউকাসলেরই প্রাচীণ বিরাট বল মনে করবেন নিউকাসল কোচ এডি হাওয়ায়ে। তিনি বলেছেন, “দ্বিতীয়ার্থে বেশির ভাগ দিক থেকেই আমরা দুর্দান্ত ছিলাম, আক্রমণ বল ও রক্ষণে প্রাণী। আমরা খুবই ভালো আক্রমণ করেছি। সত্যি বলতে, জয়টা আমাদের প্রাণী ছিল।” অন্য ম্যাচে আনফিল্ডে লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচের তিন মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল লেস্টার সিটি। গোল করেন ক্যাসি ম্যাকটিরি। এই এক গোলের লিড নিয়েই বিরাটভেত যায় তারা। গোলে পেতে মরিয়া লিভারপুলকে সমতায় ফেরান গোল করে গাকপো। ম্যাচের ৭০ মিনিটে লিভারপুলকে দুর্দান্ত এক গোলে এগিয়ে দেন হাউসেরিয়ান ফুটবলার সোবোসলার। এই রেজেন্ডে হয়ে এটি তার তৃতীয় গোলে। ৮৯ মিনিটে দিয়েগো জোতা গোল করলে ২০০০ সালের পর আনফিল্ডে প্রথম জয় পাওয়ার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় লেস্টারের। ম্যাচ শেষে ক্লাব মিডিয়ায় কথা বলেছেন সোবোসলার। আরো লিগজিগ থেকে চলছে মরসুমে লিভারপুল পা রাখা এই ফুটবলার বলেন, “এই গোলে বিশেষ কিছু ছিল। জানি না, এটাই সেরা কি না। তবে এটা নিশ্চিতভাবেই অন্যতম সেরা।”

ফাইনালে মার্যামির হার দেখলেন মেসি, জিদান ও বেকহাম

ফ্লোরিডা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ
আগেই জানা গিয়েছিল, ইউএসএস
ওপনে কাপের ফাইনালে লিওনেলা
মেসিকে দেখা যাবে না।
আর্জেন্টিনার হয়ে ম্যাচে
মেসিপেশিতে চোট পেয়েছিলেন
মেসি। সেই চোট থেকে সরে ভাঁজ
চেষ্টা করছেন। এই কারণে
ইউএস ওপনে কাপের ফাইনালে
ইন্টার ম্যামির স্কোয়াডে দেখা
যায়নি মেসিকে। তবে ভিআরভি
পিয়নকে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে
বসে দলের হারটা দেখেছেন। মেসি
ও জর্ডি আলবাকে ছাড়া ফাইনালে
লিউস্টন ডায়ামোরে মুখোমুখি
হবে। ২-১ গোলে হেরেছে ইন্টার ম্যামি।
ম্যাচের প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে
পিছিয়ে পড়েছিল জেরোডো
মার্তিনোর দল। বীরতর পর যোগ
করা সময়েই ২ মিনিটে ম্যামির
হয়ে সান্ডানসুচক গোলটি হোসেফ



মার্তিনোজেব। এই নিয়ে
দ্বিতীয়বারের মতো ইউএস ওপেন
কাপ জিতল হিউস্টন ডায়নামো।
প্রথম জিতেছিল ২০১৮ সালে।
কালে রঙের শার্ট ও জিনস
পরিহিত মেন্সি দেহরক্ষী নিয়ে
চোকেন স্টেডিয়ামে গেট দিয়ে
চোকা সময় দর্শকদের প্রতি হাতও
নেড়েছেন অভিবাদন জবাবে।
মাচাট আবার রিয়াল মাদ্রিদের দুই

সতীর্থের পুনর্মিলনী ছিল। মায়ামির
সহমালিক ডেভিড বেকহামের সঙ্গে
দেখা করেন জিদান। হাত মিলিয়ে
মাচাটি দেখতে জিদানকে স্বাগত
জানান ইংল্যান্ডের প্রাক্তন
মিডফিল্ডার বেকহাম। রিয়ালে
‘গ্যলার্টাকো’ যুগে দুজন সতীর্থ
ছিলেন। গ্যলারিতে উপস্থিত ছিলেন
ফিফা সভাপতি জিয়ানি
ইনফান্তিনোও। ২৪ মিনিটে দুর্দান্ত

প্রতি-আক্রমণ থেকে গোল করেন।
হিউস্টনের প্রিথিম ভরোমে। যুগ্মরপ্তি
উৎসবের গোলাটি দেখে গ্যালারিরা
বসে থাকা মেসি অবাক হওয়ার
প্রতিক্রিয়া দেখান। এর ৯ মিনিট পর
নোনিটি থেকে হিউস্টনকে দ্বিতীয়
গোলাটি দেয় দেন আমিন বায়স।
বিরতির পর মায়ামির জালে আড়া
একবার বল পাঠিয়েছিল হিউস্টন,
কিন্তু অফসাইডের কারণে গোলাটি
বিলুপ্ত হয়। আড়ের কারণে হয়ে
আন্তর্জাতিক সৃষ্টি শেষে মায়ামির
ফিরে দলে আসা-যাওয়ার মধ্যে
আছেন মেসি। গত ১৬ সেপ্টেম্বর
আটলান্টার বিপক্ষে মায়ামির হারের
ম্যাচে ধেনেননি। ১০ সেপ্টেম্বর
টরন্টো এফসির বিপক্ষে মায়ামির
৪-০ গোলে জয়ের ম্যাচে ৩৭
মিনিট ছাড়েছিলেন মেসি। পায়ের
মাংসপেশিতে ছোট আছে তাঁর। চোট
আছে আলাবারও।

আমাদের দেখানো পথে হেঁটেছে আইসিসি, ইউএস ওপেন

বোর্ডের উদ্যোগকে সাধুবাদ জয় শাহর

আমেদাবাদ, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ
এশিয়ান গেমস থেকে সোনা জিত
ভারতের ফিরেছেন টিম ইন্ডিয়ান
মহিলা দলের ক্রিকেটাররা।
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে প্রথম এশিয়াড
থেকে সোনা জিতেছেন স্মৃতি
মাঝান্না-তিতাস সাধুরা। সম্প্রতি
আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি
স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানে
বিসিসিআই সচিব জয় শাহ স্মৃতি
মাঝান্নাদের এশিয়াডে সোনা জয়ের
জন্য শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি
বিসিসিআই পুরুষ ও মহিলা
ক্রিকেটারদের জন্য যে সম পরিমাণ
বেতন নীতি প্রবর্তন করেছে, সেই
উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জয়
শাহ। তার কথায়, বিসিসিআইয়ের
দেখানো পথে হেঁটেছে ইউএস
ওপেন, অসিসি এবং ইংল্যান্ড
ক্রিকেট বোর্ড আর কী বললেন
জয় শাহ? গত বছরের অক্টোবরে
বিসিসিআই পুরুষ ও মহিলা
ক্রিকেটারদের সমান বেতন দেয়ার
সিদ্ধান্ত নেই। এই প্রসঙ্গে বোর্ড
সচিব জয় শাহ বলেন,
“বিসিসিআই প্রথম মহিলা এবং
পুরুষদের ক্ষেত্রে সম পরিমাণ
বেতনের নীতি প্রবর্তন করেছে।



আমানের সিদ্ধান্তের পরেই ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড, ইউসফ গুপেন এবং আইসিসিও একই পথে হেঁটেছে। আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রেও বিরাট ভূমিকা পালন করতে চলেছে। এ কথা উল্লেখ করে জয় শাহ বলেন, “লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার চেষ্টা একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে বিসিসিআই। ক্রিকেট নিয়ে লিঙ্গ

বেষমা দূর করতে তৎপর
বিসিসিআই। আসন্ন ওডিআই
বিশ্বকাপে শিক্ষার্থীদের শুধু খেলা
উপাই নয়, একইসঙ্গে খেলা
উপভোগ করার ব্যবস্থাও করা
হয়েছে।” সোশ্যাল মিডিয়া এক্স
মারফত জানা গিয়েছে কোরাল,
ক্যান্টিক, অসম ও গুজরাট এই চার
জায়গায় বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে
১ লক্ষ ৪৭ হাজার বৃক্ষরোপন করা

হল। আসলে, চলতি বছরের আইপিএলের সময় বিসিসিআই এক উদ্যোগ নিয়েছিল। সেও অফের ম্যাচে ডট বল প্রতি ৫০০টি করে গোল লাগানো হবে। আইপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ার, এলিমিনেটর ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনালে যতগুলি ডট বল হয়েছিল, সেই নিষেধ বিসিসিআই একবার ততগুলি গোল লাগাল।

প্রস্তুতি ম্যাচের আগেই দ্রাবিড় ভরসা দিলেন

গুয়াহাটতেই আমরা দলের সকলকে পেয়ে যাব

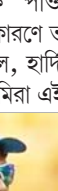
রাজকোট, ২৮ সেপ্টেম্বর
ম্যাঙ্গগুয়ের বিবরণী বোঝিয়ে তা
তুলি একবারে নড়ে যায়। অজিদে
অফ-স্পিনার ম্যাঙ্গগুয়ের দপ
ম্যাঙ্গাগোবরে হয়ে ৬৬ রানে
হেরে বলে থাকে। মূলত ভারতের মি
বার্থ হয়েছে। তবে রাজকোটে তৃতী
ওডিআই-এ খেলতে নামার অ
ব্যবধানে সিরিজ পকেটে পুড়ে ফেলে
য়ে কারণে টিম ইন্ডিয়া ম্যাচটি খা
পেয়ে যায়। তবে বিশ্বকাপের আগে
স্কোয়াডের সামনে ভারতের ভিত নে
গিয়েছে, তাতে চিত্তায় থাকে ত
ম্যাঙ্গজেনটে কল্যা। ফ্ল্যাট পিচ ৩
চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য তাড়া করার সম
উইলকে হারিয়ে ১৭১ রানে ও
ততন মনে হচ্ছিল, তবুও ম্যাচ ও
মসৃণ ভাবেই জয় পাবে। তবে মি
একবারে হতাশ করে। ম্যাঙ্গগুয়ের
দুর্দান্ত পরিসংখ্যানের হাত ধরে
পরাজিত। ভারত শেষ পহু ৪১.৪ এ
রানে গুটিয়ে যায়। কাপ্টেন রোহিত
এবং বিরাট কোহলি (৬১ বলে ৫৬
ফিরেছেন এবং দুই শতকরাই হাফ
এতে ভারতের শুকুটি ভরসাশীল হ

গ্লেন
চর ব্যাটিং
পার্ট-টাইম
ই ভারত
ওডিআই
অর্ডারই

মিডল অর্ডার চূড়ান্ত ব্যাট
সংক্রমণের পাশাপাশি
কয়েক জন খেলোয়াড়
অনুপস্থিতির দীর্ঘ তালিকা
ধাক্কা খেয়েছিল। শুভম
শার্দুল ঠাকুর এবং মহম্মদ



পেলেছিল।	ছিলেন না। অসুস্থতার
ত হয়তো	কিষণগকেও বাদ দেওয়া
ন অর্ডার	মারের শুরুতে এশিয়
১৪০-এর	কারণে ইতিমধ্যেই আ
দ্রা মান	অক্ষর প্যাটেলও।
২৮৬	রবিবৃদ্ধন অশ্বিনিকে।
৮১)	আসছে, তত প্রেমারদে
তীয় দলে	যাওয়াটা মোটেও আ
র করে	দলের প্রধান কেচা রাহ
কাল। তবে	চিন্তিত নন। বরং

আছে। এই মাঠে ডিহরাল
কিন্তুগত কারণেও বেশ
দ্রুত চক্রে পাওয়া যায়নি।
র কারণে ভারত কিছুটা
গিল, হার্ডিক পাণ্ডিয়া,
শমিরা এই মাঠে দলে


হয়েছে।
প্রেশ্বারকে
এশিয়ান
তাই রুতু
(বর্মা) এ
হয়েছিল।
সমস্যাগুলো
তিনি যোগ্য
এক সপ্ত
গুমার
খায়াহাটি
বা তার
বিশ্বকাপে
ভারতের
মাঠে তার
অস্ত্রীবর
হবে। স্টে
অন্তের
নিজস্বের

আগেই ভারত তামের পূর্ণ শক্তির জন্য
 নিয়েছিল। এই সপ্তাহের শেষে কিছু ইংল্যান্ডের
 দল মাচা সলোনে (রোহিতরা) তখনই
 তার পেয়ে যাবেন তিনি। বুধবার মাচা-
 সলোনে সম্মেলনে দ্রাবিড় বলেছেন,
 বংক্রমের কারণে কিছু সমস্যা তৈরি
 পাশাপাশি ব্যক্তিগত কারণে কিছু
 বাইরে যেতে হয়েছিল। এছাড়া
 জন্মের জন্য একটি দল রওনা হয়েছে।
 কুরুভাজ গানাকোরা এবং তিব্বত
 মতো কয়েক জনকে ছেড়ে দিতে
 তহাবা, এই শোয়া আমাদের বিক্ষিপ্ত
 ম্যানেজ করতেও হয়েছে।” সপ্ত
 করেছেন, “আমাদের এখনও প্রায়
 সময় আছে। আমি আশা করছি যে,
 নল কাল (বৃহস্পতিবার), রোহিতরা
 যাব প্রস্তাব মাচা সেলাতের। সাদে
 রদিন, দলে সবাইকে পেয়ে যাব।
 আমাদের আমরা পূর্ণ শক্তির দল পাব।”
 ইথাল প্রায় মাচা ৩০ সেপ্টেম্বর। যে
 ইথাল স্ট্রের মুখোমুখি হবে। এবং ৮
 বাহিতরা নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি
 যেরে এর এটিয়াধরম স্টেডিয়ামে ৮
 স্টেডিয়ামের বিরুদ্ধে মাচা দিয়ে
 শুরুর। অতিনা বক্কর ম্যানেজার ভারত

এশিয়াডে ভল্ট ফাইনালে

হতাশ করলেন প্রণতি নায়েক

হানাবাউ, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ
এশিয়ান গেমসে ভারতের একমাত্র
প্রতিনিধি হিসেবে বাংলার প্রগতি
নায়াকে জিম্ন্যাস্টিক্স থেকে তিনি
পদার্থের স্বপ্ন দেখাছিলেন। আজ
অবশ্য প্রগতির সেই স্বপ্ন ভেঙে
গিয়েছে। চলতি এশিয়ান গেমসে
মোয়েদের ভল্ট ফাইনালে তিনি চ্যুত
হতশ্য করছেন। ভল্ট ফাইনালে
তিনি শেষ করেন সবার শেষে। ২৮
বছর বয়সী প্রগতি দুটি ভল্টের পর
স্কোর করেন ১২.৩৫০। তাকে আট
নম্বরে শেষ করেছেন বাংলার
জিম্ন্যাস্ট প্রগতি। আজ,
স্বর্ণপদকবিহার এশিয়ান গেমসে
মোয়েদের ভল্ট ফাইনালে প্রথম ভল্টে
প্রগতি নায়ক স্কোর করেন
১২.১০০। এরপর দ্বিতীয় ভল্টে
তিনি স্কোর করেন ১২.৬০০।
সার্বিকভাবে ভল্ট ফাইনালে দুটি
ভল্টের পর তিনি করেন ১২.৩৫০
স্কোর। প্রগতির প্রথমে সুকানিয়া
৭২০ ডিগ্রি ভল্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু
তিনি নিখুঁত ভাবে ল্যান্ডিং করতে
পারেননি। ফলে তাঁর ০.৩ পয়েন্ট
স্কোরে নেওয়া হয়। উত্তর কোরিয়ার
আন চাঙ্গোক মোট ১৪.০৯০ স্কোর
নিয়ে স্বর্ণপদক জিতেছেন এবং সে
দেশেরই অপর এক জিম্ন্যাস্ট কিম
সুন-হিয়াং ১২.৬০০ স্কোর নিয়ে
রূপো পেয়েছেন। চিনের ইউ লিনমিন
১৩.৫৩০ স্কোর নিয়ে ব্রোঞ্জ
পেয়েছেন। ২৬ সেপ্টেম্বর এশিয়ান
গেমসে মোয়েদের ভল্ট এবং অল-
আর্যাউন্ডের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন
প্রগতি নায়কে। অবশ্য দিন দুয়েক
আগে স্পোর্টস অথরিটি অব
ইন্ডিয়ায় পক্ষ থেকে জানানো হয়
অল-আর্যাউন্ডের ফাইনাল থেকে
সবের দাঁড়িয়ে প্রগতি। ফলে এ
বারের মতো প্রগতির এশিয়ান গেমস
সফর শেষ হল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ সেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501